হাতের কাজ

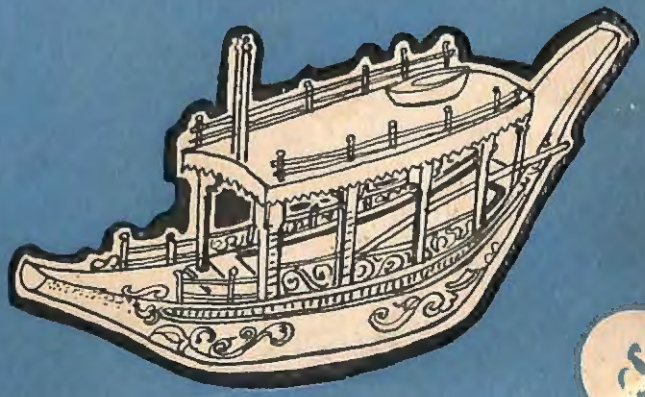

C
28

হাতের কাজ

(প্রথম খণ্ড)

1615
5120
894.
SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR
C/28
Library
23/3, B. C. Road

সত্যমেব জয়তে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর

প্রচার-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার

মুদ্রাকর

শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায়

অধীক্ষক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ, আলিপুর

I.C.A.R.P. W.B. LIBRARY
Date
Accn. No.

I.C.A.R.P. W.B. LIBRARY
Date 23.10.02
Accn. No. 10618

মূল্যঃ পঞ্চাশ নয়া-পয়সা

[এই পুস্তিকাখানি রচিত হয়েছে শ্রীভিখারীচরণ পট্টনায়ক লিখিত 'গৃহশিল্প'—১ম খণ্ড নামক উড়িয়া পুস্তিকা অবলম্বনে।]

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিল্প-অধিকারের পক্ষে
স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ হইতে প্রকাশিত
ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের মুদ্রণে মুদ্রিত
মে, ১৯৫৮

1615

হাতের কাজ

(প্রথম খণ্ড)

5120
594.

হাতের কাজ

(প্রথম খণ্ড)

ভূমিকা

আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় বহু রকমের কুটিরশিল্প বা হাতের কাজের প্রচলন আছে। এই-সব হাতের কাজের প্রধান সুবিধা—(১) মূলধন লাগে কম; (২) যন্ত্রপাতিও খুব বেশি দরকার হয় না; (৩) অবসর-সময়ে পরিবারের যে-কেউ এ-কাজ করতে পারে আর, (৪) বিক্রি ক'রে মোটামুটি ভালই রোজগার হয়। যেদেশে বেকার-সমস্যা খুব বেশি, সেদেশে কুটিরশিল্পের প্রসার হওয়া যে খুবই প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য।

বই প'ড়ে ঠিক শিল্প-শিক্ষা হয় না—বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতেকলমে কাজ ক'রেও দেখতে হবে। শিল্প-শিক্ষার জন্য হাত, পা, চোখ—এই ইন্দ্রিয় কয়টির বিশেষ পরিচালনা দরকার। বিশেষ ক'রে হাতের আঙুলগুলি নিজের ইচ্ছামত পরিচালনা করবার অভ্যাস যত বেশি হবে, শিল্পকাজে ততই দক্ষতা জন্মাবে।

এই বইতে কতকগুলি গৃহশিল্পের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই যেসব জিনিস ফেলে দেওয়া হয় বা, অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায়, গ্রামাঞ্চলে যেসব জিনিস প'ড়ে থাকে বা, ব্যবহৃত হয় না—এই জাতীয় অনেক জিনিসের সাহায্যেই আমরা কিশোরদের হাতের কাজে শিক্ষা দিতে পারি। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম সংগ্রহ করাও শিল্প-শিক্ষার পথে একটা বাধা। কিন্তু, গোড়ার দিকে এই অসুবিধা এড়ানো খুব কঠিন নয়। সাধারণত, বাড়িঘরে যেসব যন্ত্রপাতি বা নিত্য কাজের সরঞ্জাম থাকে, যেমন শিল-নোড়া, ছুরি-কাঁচি, দা-কাটারি—এসব দিয়েই কাজ চলতে পারে। তারপর, প্রয়োজন-মত অন্যান্য ছোটখাট যন্ত্রপাতিও ঘরে ব'সে তৈরি ক'রে নেওয়া যায়।

খেজুর পাতার কাজ

খেজুরগাছের পাতা দিয়ে হরেকরকম জিনিস তৈরি করা যেতে পারে।

বাড়ুনঃ গৃহস্থালী কাজে বাড়ুন একটি নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস। খেজুরগাছের ডাল-পাতা দিয়ে এই বাড়ুন সহজেই তৈরি ক'রে নেওয়া যায়।

(১) খেজুরগাছের কয়েকটি ডাল নিয়ে তার প্রত্যেকটিকে ১½ বা ২ ফুট লম্বা ক'রে কাটুন। সেগুলির গোড়ার দিকে পাতাগুলির মধ্যে ২-৪টে ছিঁড়ে ফেলুন (১নং নকশা)। তারপর, ঐগুলির একপ্রান্ত এক দিকে এক সঙ্গে বেঁধে, বাকি অংশ তিনটি আলাদা আলাদা ভাগে বেঁধে নিন। এখন পাতাগুলিকে সূচ দিয়ে চিরে নিলেই ব্যবহারযোগ্য বাড়ুন তৈরি হবে।

(২) একটি খেজুরডাল নিয়ে তাকে ১½ বা ২ হাত লম্বা ক'রে কাটুন (২নং নকশা)। এইভাবে কাটা দুটি সমান ও শক্ত ডাল একসঙ্গে বেঁধে তার ৩-৪ জায়গায় খেজুরের পাতা দিয়ে বাঁধতে হবে। গোড়ার দিককার কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে সেখানেই শক্ত ক'রে

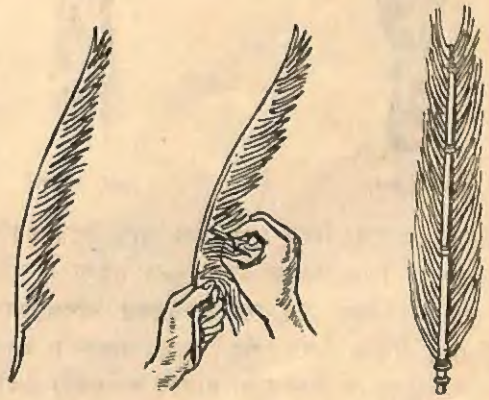

১নং নকশা ২নং নকশা

বাঁধা দরকার। তারপর, আগেকার মতো খেজুরের পাতাগুলি একটি সূচ দিয়ে চিরে নিলেই বাড়ুন তৈরি হবে (৩নং নকশা)।

৩নং নকশা

(৩) ৪নং নকশার মতো বাড়ুন তৈরি করতে হ'লে একটি খেজুরের ডাল নিয়ে ১নং নকশার মতো দু'ভাগে চিরে নেবেন। পাতাগুলিকেও সূচ দিয়ে সরু সরু ক'রে চিরে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। এইভাবে শুকানোর পর ডালগুলিকে ১½ ফুট লম্বা ক'রে ভেঙে নিন। ভাঙা ডালগুলিকে একসঙ্গে মুঠো ক'রে এমনভাবে ধরবেন যাতে ক'রে পাতাগুলি ভিতরের দিকে থাকে (৫নং নকশা)।

৪নং নকশা

৫নং নকশা

তারপর, ওপরের দিকে ২-৩ ইঞ্চি ছেড়ে দিয়ে একটি সরু দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে (৬নং নকশা)। বাঁধা হ'লে ৭নং নকশা অনুসারে ঐ ডালের অংশগুলিকে উল্টিয়ে গাঁটের নিচে শক্ত ক'রে ধরবেন। ওপর দিকে ডালের যে অংশগুলি থাকবে তা একটি একটি ক'রে মুড়ে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখবেন (৫নং

৬নং নকশা

৭নং নকশা

ও ৬নং নকশা দেখুন)। তারপর হাতের-মুঠোয়-ধরা অংশের তিন জায়গায় বেঁধে সেখানে হাত দিয়ে ধরবার মতো যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে দেবেন। এই বাঁধন দিতে তালের ছিলোট বা বেত হ'লেই বাড়ুন খুব শক্ত ও মজবুত হবে।

ঝাড়ন বা ডাস্টার: টেবিল, আলমারি, বাক্স—এসব ঝাড়পোঁছ করবার জন্য ভালো ঝাড়ন বা ডাস্টারের প্রয়োজন। খেজুরপাতা দিয়ে এ ধরনের ঝাড়ন অনায়াসেই তৈরি করা যায়।

(১) খেজুরগাছের ঠিক মাঝখানে ও তার চারপাশে কতকগুলি ডাল থাকে। বেশ কিছুদিন এগুলিকে সাদা ও নরম অবস্থায় পাওয়া যায়। এই ধরনের সাদা ও নরম খেজুরপাতা সংগ্রহ ক'রে আগেকার মতো সূচ দিয়ে সরু সরু ক'রে চিরে নিতে হবে (৮-১০নং নকশা)। তারপর, একটি

৮নং নকশা

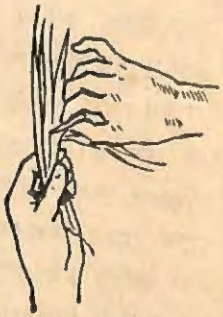

৯নং নকশা

কাঠের বা বেতের বাঁট যোগাড় ক'রে সেই বাঁটের মাথার দিকে শক্ত একটি সুতো দিয়ে বেঁধে নিন

১০নং নকশা

(১১নং নকশা)। তারপর, চেরা-পাতা থেকে দু'টি পাতা নিয়ে, বাঁটের ওপর সুতোর পাশে বসিয়ে,

১১নং নকশা

আঙুল দিয়ে চেপে ধ'রে সুতোটি পাতা দু'টির ওপর একবার বেশ ক'রে জড়িয়ে দিন (১২নং নকশা)। পর পর এইভাবে দু'টি দু'টি পাতা নিয়ে সুতো দিয়ে জড়াতে হবে। ঝাড়নের উপযুক্ত ক'রে যখন বাঁটের ওপর পাতাগুলি জড়ানো হয়ে যাবে তখন সুতোটিকে পাতাগুলির ওপর বেশ শক্ত ক'রে বেঁধে দিন। তারপর ২-৩টি পেরেক নিয়ে তা পাতা ভেদ করিয়ে বাঁটের ওপর বসিয়ে নিন (১৩নং নকশা)। এতে ক'রে পাতাগুলি খ'সে পড়বে না।

সুতোর ওপর ভিন্ন ভিন্ন রঙের সুতো বা জরি লাগিয়ে নিলে ঝাড়নটি দেখতে সুন্দর হবে। তা ছাড়া, ঝাড়নটিকে আপনি আপনার পছন্দসই রঙে রঙীন ক'রেও তুলতে পারেন সেইসঙ্গে, বাঁটের ওপর রঙ বা বার্নিশও লাগাতে পারেন (১৪নং নকশা)।

(২) আর একভাবে খেজুর-ঝাড়ন তৈরি করা যায়। একটি খেজুরের ডাল নিন। ডালের এক-পাশের পাতাগুলি ছিঁড়ে অন্যপাশের পাতাগুলিকে সূঁচ দিয়ে সমান সমান ক'রে চিরে নিন। এইরকম কয়েকটা ডাল একসঙ্গে নিয়ে (১৬নং নকশার মতো) সেগুলির মাথার দিক কিছুটা বাঁকিয়ে নিন (১৫নং নকশা)। তারপর, বেতের ছিলোট বা

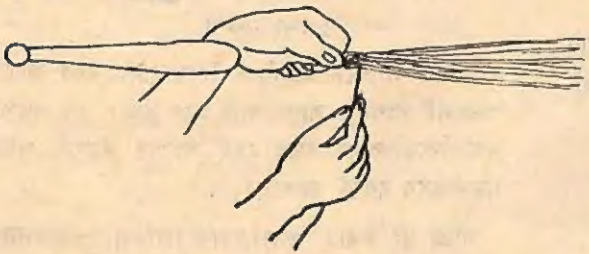

১২নং নকশা

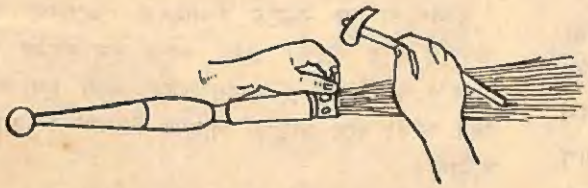

১৩নং নকশা

১৪নং নকশা

১৫নং নকশা

কোনরকম শক্ত লতা দিয়ে ডালের বাঁকানো দিক থেকে আরম্ভ ক'রে গোড়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি পাতার মধ্য দিয়ে ভালোভাবে জড়িয়ে শক্ত ক'রে বাঁধুন। নিচের দিকে যেখানটায় পাতা নেই সেখানটা ঝাড়নের বাঁটের কাজ করবে। ঐ জায়গায় বেতের ছিলোট দিয়ে, ৫-৬টা বাঁধন দিলে বাঁটটি বেশ মজবুত হবে। মাথার দিকে বাঁকা না থাকলে একটি বেত বাঁকিয়ে পাতা বাঁধবার আগেই খেজুর-ডালের সঙ্গে বেঁধে নেবেন (১৬নং নকশা)।

১৬নং নকশা

তালপাতার কাজ

এদেশে তালপাতা খেজুরপাতার মতই সহজলভ্য। তালপাতার সাহায্যেও হরেকরকম জিনিস তৈরি করা যায়।

পাতা কাটাঃ তালপাতা সমান ক'রে কাটবার একটা সহজ যন্ত্র আছে (১৭নং নকশা)। এই

১৭নং নকশা

যন্ত্রটি তৈরি করতে প্রথমে একটি ২ ইঞ্চি চওড়া, ২ ইঞ্চি মোটা ও ৩ ইঞ্চি লম্বা কাঠ দরকার। কাঠের চারপাশ বেশ সমান ও মসৃণ হবে। দাড়ি কামাবার ব্লেড যতটা লম্বা হয় তার কিছুটা কম এই মাপ নিয়ে ঐ কাঠের এক প্রান্তে দাগ দিন। ঐ দাগ-দেওয়া জায়গায় করাত দিয়ে ৩-৪টি খাপ কাটুন (১৭নং নকশা)। ঐ খাপগুলি কম-বেশি গভীর হবে। একটি পুরোনো (তাই ব'লে মরচে-ধরা নয়!) ব্লেড ঐ খাপগুলির ওপরে এমনভাবে পেতে দিতে হবে যাতে খাপগুলি ঠিক ব্লেডের নিচেই থাকে। ব্লেডের দু'টো দিক কাঠের ওপর পেরেক দিয়ে বেশ ক'রে এঁটে দিন। তারপর, খাপগুলির নিচের দিকে কাঠের যে যে অংশ দেখবেন সেগুলির ওপর এক-একখানি ছোট টিনের পাত বসিয়ে তাতে ছোট ছোট স্ক্রু এঁটে দিতে হবে। ব্লেডের মাঝ-খানে যে গর্ত থাকবে তার মধ্যে এবং ব্লেডের দু'-প্রান্তেও এক-একটি স্ক্রু বসিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তা ছাড়া, এই কাঠটিকে যাতে পায়ে চেপে রাখা যায় সেজন্য আর-একটি লম্বা কাঠের তক্তা এর সঙ্গে লাগিয়ে নিতে হয় (১৭নং নকশা)। ১৮নং নকশা অনুযায়ী একটি তালপাতা দু'হাতে ধ'রে এই যন্ত্রের

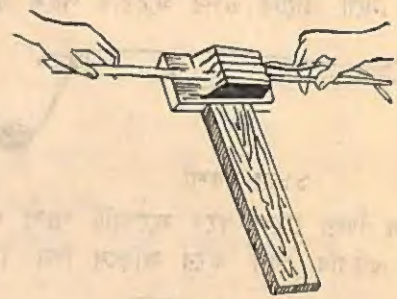

১৮নং নকশা

একদিকে লাগিয়ে অন্যদিক দিয়ে টেনে বের করতে পারলেই মাপমত পাতা কাটা হয়ে যায়। যে খাপের মধ্য দিয়ে পাতা যাবে সেই খাপের মাপেই পাতা সমানভাবে কেটে আসবে।

পাতা রং করাঃ তালপাতার জিনিস প্রয়োজনমত রং ক'রে নিতে পারলে দেখতে খুব সুন্দর হয়।

তালপাতা রং করতে সাধারণত 'মেজেন্টা' রং ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব কাজে কম দামের রং ব্যবহার করাই উচিত, কারণ তাতে খরচ হয় কম, আর সস্তা দরে ছাড়তে পারলে জিনিস বিক্রিরও সুবিধা।

তালপাতা রং করার কয়েকটা সাধারণ নিয়ম আছে। আবশ্যকমত পাতাগুলি কাটা হয়ে গেলে সেগুলি একত্রে জড়িয়ে থাক থাক ক'রে বাঁধতে হবে। ঐ এক-একটি থাকের দু'-তিন জায়গায় বাঁধা প্রয়োজন। এমনভাবে বাঁধতে হবে যাতে পাতাগুলি না খোলে বা ঢিলে হয়ে যায়।

আগে থেকে ১০ সের পরিমাণ জলে ½ সের পরিমাণ হরীতকী গুঁড়ো ক'রে ১৩-১৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। পরে, তা সিদ্ধ ক'রে নিন। ঘণ্টাখানেক সিদ্ধ হবার পর ফুটন্ত জল থেকে হরীতকীগুলি তুলে ঐ জলে পাতার থাকগুলি ফেলে দিন। পাতার থাকগুলিকে ঘণ্টাখানেক সিদ্ধ ক'রে নিতে হবে। হরীতকীর জলে এইভাবে সিদ্ধ হওয়ার ফলে পাতাগুলির রং-গ্রহণের ক্ষমতা যেমন বাড়ে, রং-ও তেমনি পাকা হয়। হরীতকী ভেজবার সময়, সিদ্ধ হবার সময় ও তার পরিমাণের ওপরেই রঙের জ্যোতি নির্ভর করে।

রং করার উপকরণ ও পরিমাণঃ একসের পরিমাণ তালপাতা রং করতে হ'লে আধ মণ জল দরকার। ঐ জলে ½ ভরি থেকে ১ ভরি রং, রঙের দ্বিগুণ ফটকিরি ও দ্বিগুণ রেড়ির তেল লাগে। হালকা রং করতে হ'লে রঙের পরিমাণ হবে কম, আর রং গাঢ় করতে হ'লে রঙের পরিমাণ হবে বেশি। রেড়ির তেলের অভাবে সরিষা, মহুয়া, বাদাম ইত্যাদি তেলও ব্যবহার করা যায়। তবে রেড়ির তেল কম হলেই চলে, কিন্তু এসব তেলের বেলায় পরিমাণটা কিছু বেশি নিতে হয়।

প্রথমে জলটা বেশ ভালো ক'রে ফুটিয়ে নিতে হবে। ঐ ফুটন্ত জলে রং ও ফটকিরি ফেলে দিয়ে তা বাঁশের বা কাঠের হাতল দিয়ে ঘেঁটে নিতে পারলে ভাল হয়। রংটা যখন বেশ গ'লে যাবে তখন তালের পাতাগুলি ফুটন্ত জলে ফেলে দিন; তারপর, বাঁশের বা কাঠের হাতল দিয়ে পাতাগুলিকে বেশ ক'রে উলটে-পালটে নিন। আধ ঘণ্টা এইভাবে করবার পর যখন বোঝা যাবে যে, পাতাগুলিতে রং ধরেছে তখন ঐ হাতলের সাহায্যে পাতাগুলিকে জল থেকে তুলে ধরতে হবে; তারপর, ঐ জলে তেল ফেলে বেশ ক'রে ঘেঁটে নিতে হবে। জলে-তেলে ঘাঁটাঘাঁটি হয়ে গেলে পাতাগুলিকে আবার তাতে ফেলে দিন এবং আধ ঘণ্টাখানেক সেগুলিকে জলে উলটে-পালটে নিন। তারপর, রঙের পাত্রটিকে আগুন থেকে নামিয়ে নিয়ে সেই অবস্থায় তা ঘণ্টা দুই রেখে দেবার পর পাতাগুলিকে তুলে নিয়ে বার দুই-তিন জলে ধুয়ে রোদে শুকাতে দেবেন। প্রয়োজন হ'লে সাবান ও সোডা দিয়েও ধুয়ে নিতে পারেন। এইভাবে পাতায় যে রং বসবে তা একদিকে যেমন হবে পাকা, অন্যদিকে তেমনি হবে উজ্জ্বল।

তালপাতার পাখাঃ (১) একটি তালপাতার বেগড়ো কেটে নিয়ে আধ ঘণ্টাখানেক তা রোদে ফেলে রাখুন—এর ফলে, পাতা কিছুটা নরম হবে। তারপর, পাতাগুলিকে আস্তে আস্তে এমনভাবে খুলে ধরতে হবে যাতে সেগুলির কোন জায়গায় ফেটে না যায় (১৯নং নকশা)। প্রয়োজনমত দু'-পাশের কতকগুলি পাতা কেটে দিতে পারেন।

১৯নং নকশা

সমস্ত পাতার ডগার দিকটাই বেশ ক'রে ছেঁটে দিতে হবে। পাতাগুলি যাতে গুটিয়ে না যায়, সেজন্য চেপে রাখার ব্যবস্থা করাও দরকার। এইভাবে একটা গোটা দিন চাপা দিয়ে রাখতে পারলে পরদিন দেখতে পাবেন যে, তালপাতার বেগড়োটি ঠিক একটি হাতপাখার আকার নিয়েছে। ১০-১২ ঘণ্টা পরে তুললেও চলতে পারে। পাখা তৈরি করবার আগে পেন্সিল দিয়ে অপ্রয়োজনীয় অংশে দাগ দিয়ে নেবেন, তারপর সেই অংশটুকু কেটে ফেলতে হবে। কাটা হয়ে গেলে, নকশার মত বেগড়োর দু'পাশে দুটি সরু বাঁশের বাতা লাগিয়ে নিন (২০নং নকশা)। এটা হাতলের কাজ

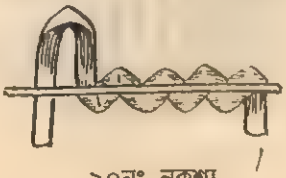

২০নং নকশা

করবে। ডাঁটা কেটে না ফেললে তা দিয়েও হাতলের কাজ চলতে পারে। পাখাটিকে সুন্দর ক'রে সাজাতে হ'লে পাতার ওপরকার অংশটায় সরু ক'রে রঙীন কাপড়ের ফালি সেলাই ক'রে নিতে পারেন—হাতলেও রং করতে পারেন (২১নং নকশা)। অনেকে পাখায় ঝালরও বসান।

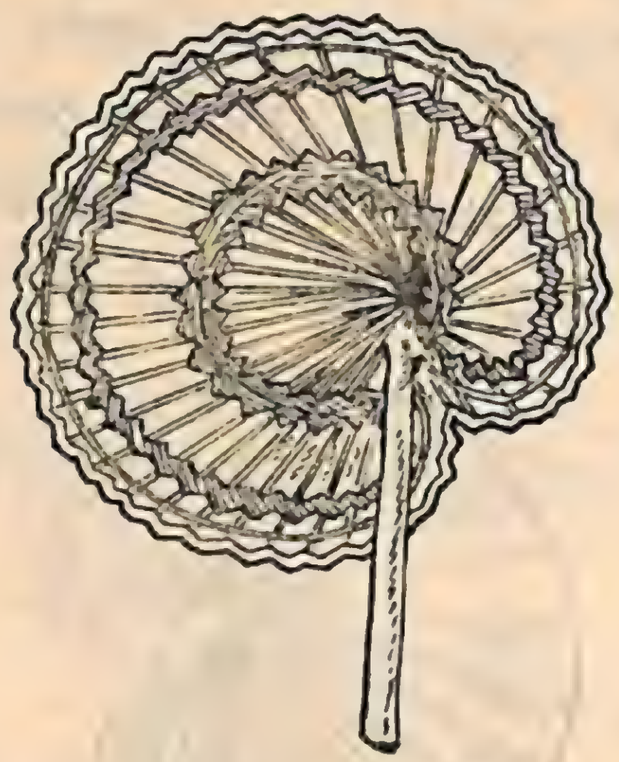

২১নং নকশা

(২) তালের পাতা বুনেও পাখা তৈরি করা যায়। এইভাবে পাখা তৈরি করতে হ'লে, যতখানি চওড়া করা প্রয়োজন সেইমত একটি সমতল জায়গায় কতকগুলি পাতা একটির পর একটি সাজিয়ে নিন। সমানভাবে রাখবার জন্য পাতাগুলির ওপর একটি ছোট পাটা কিংবা, লোহার পাত রেখে তা পায়ের আঙুলে চেপে রাখতে হবে। এখন, বাঁ-দিক থেকে আরম্ভ ক'রে একটি ক'রে পাতা বাদ দিয়ে অন্য পাতাটি ওপরের দিকে তুলে ধরুন। এরই ব্যবধানে আর একটি পাতা আড়াআড়িভাবে বসিয়ে দিন (২২নং নকশা)। পরে, নিচের পাতাগুলিকে ওপরের

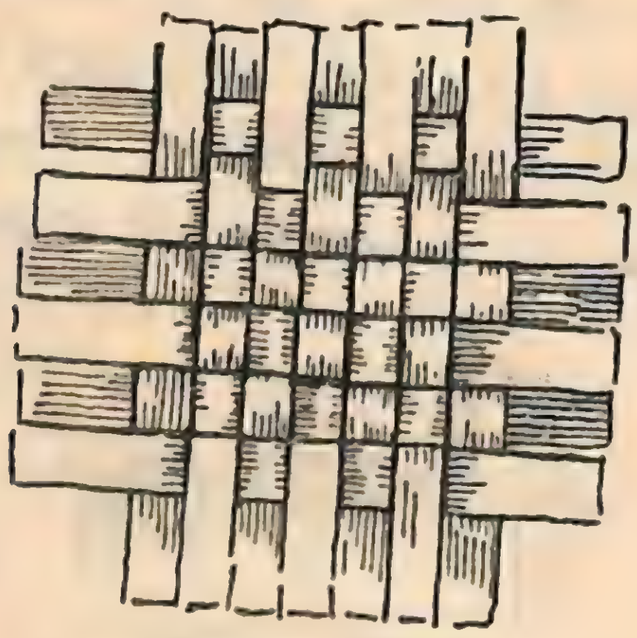

২২নং নকশা

দিকে আর, ওপরের পাতাগুলিকে নিচের দিকে নিয়ে আসুন। এইভাবে, পাতার চাটাই বোনা হয়ে গেলে, বাড়তি অংশগুলিকে এমনভাবে গুঁজে দিন যাতে না সেগুলি সহজে চোখে পড়ে। তারপর, গিঁটওয়ালা একটি বাঁশের কঞ্চি ভালভাবে চেঁছে

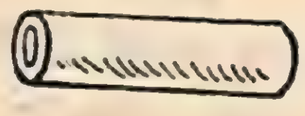

নিয়ে চাটাইয়ের একপ্রান্তে হাতলের মত ক'রে লাগিয়ে নিলেই হ'ল (২৩নং নকশা)। একটি

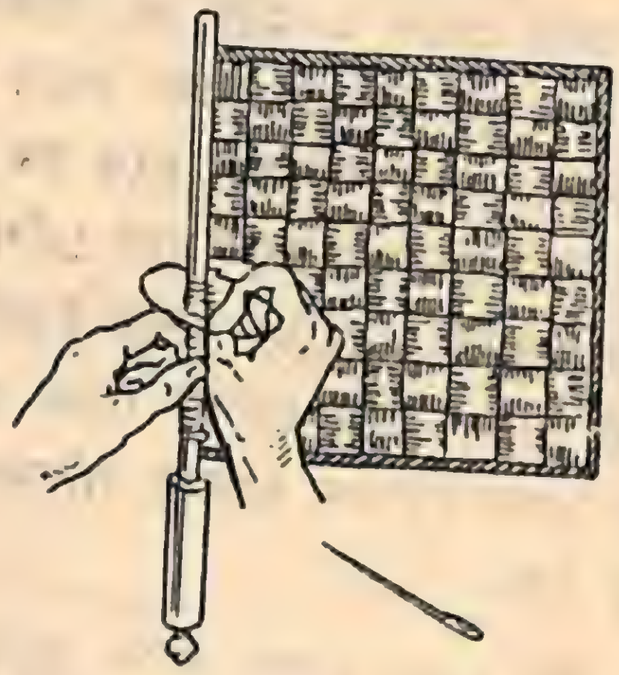

২৩নং নকশা

বাঁশের নল যদি এইসঙ্গে লাগিয়ে নিতে পারেন তো পাখাটিকে ইচ্ছামত ঘোরাতে পারবেন। ২৪নং নকশায় দেখানো হয়েছে কিভাবে বাঁট ও নল লাগাতে হবে।

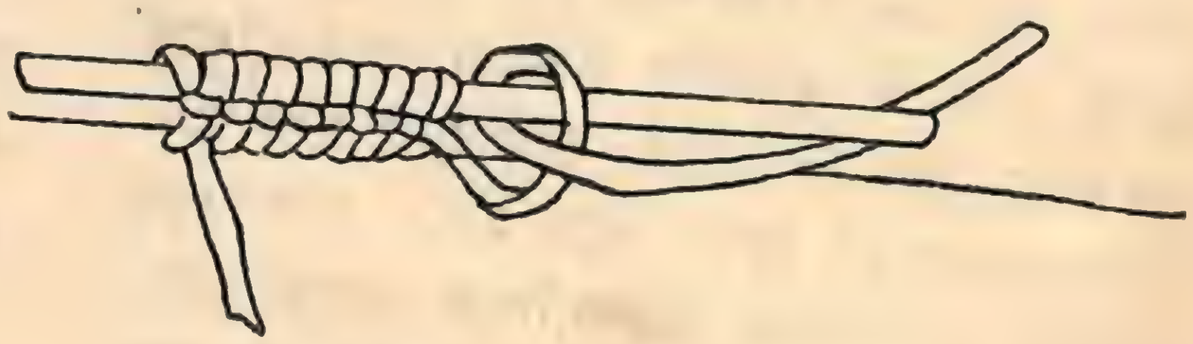

২৪নং নকশা

এই ধরনের পাখার আকার হবে চার-কোণা। কিন্তু, চার-কোণা না ক'রে যদি অন্য কোন আকার দিতে চান, তা হ'লে সেইভাবেই চাটাই বুনতে হবে।

5/20
594

তারপর ইচ্ছামত পাখাটিকে সাজিয়ে নিতে পারেন (২৫নং নকশা)।

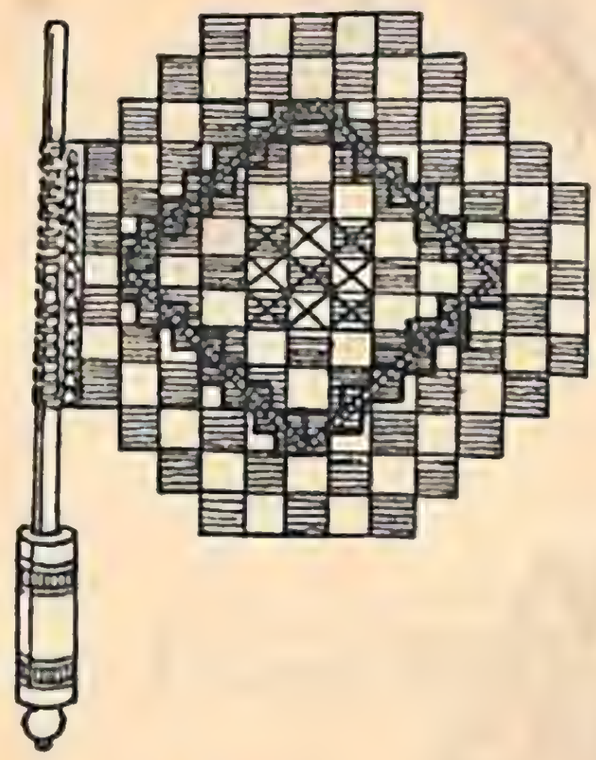

২৫নং নকশা

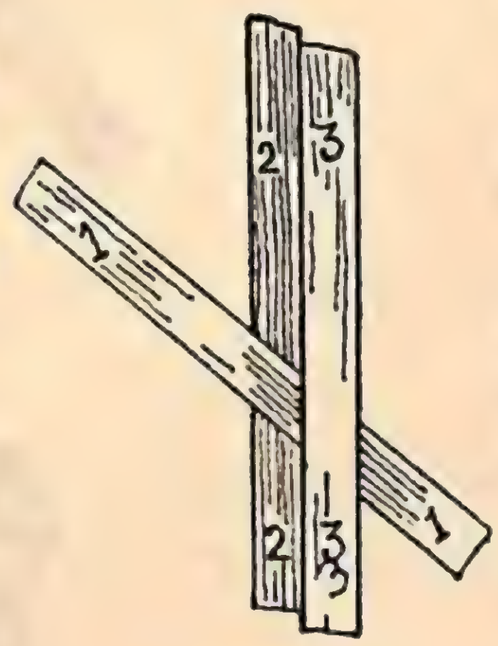

২৬নং নকশা

তিন-পাতার বুনুনিঃ মেয়েরা যেভাবে তিন-গোছা চুল নিয়ে বেণী বাঁধেন, সেইভাবে তিনটি তালপাতা নিয়ে তিন-পাতার বুনুনি করা যায়, তাতে ক'রে বুনুনি শক্ত ও মজবুত হয়। প্রথমে সমানভাবে কতগুলি তালপাতা চিরে নিন। তারপর, তা থেকে তিনটি পাতা নিয়ে ১, ২, ৩, এইভাবে চিহ্নিত করুন। বুনুনি শুরু হবে বাঁদিক থেকে (২৬-২৮নং নকশা)।

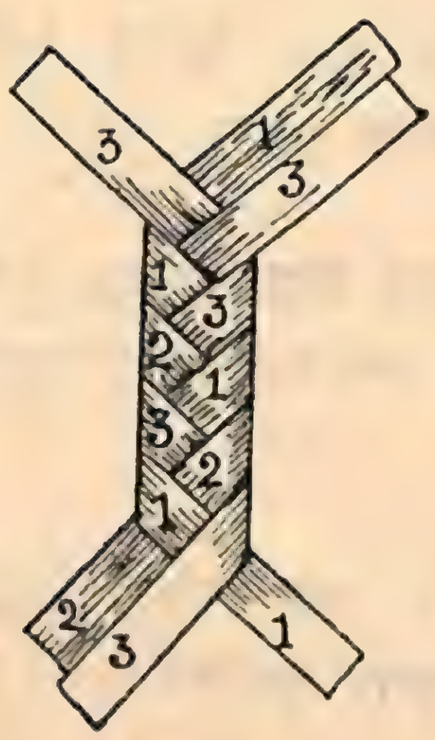

২৭নং নকশা

২৮নং নকশা

প্রথমে ৩নং পাতাকে ২নং পাতার নিচে রেখে ১নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল করুন।

পরে ১নং পাতাকে ৩নং পাতার নিচে রেখে ২নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল করুন।

পরে ২নং পাতাকে ১নং পাতার নিচে রেখে ৩নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল করুন।

পরে ৩নং পাতাকে ২নং পাতার নিচে রেখে ১নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল করুন।

পরে ১নং পাতাকে ৩নং পাতার নিচে রেখে ২নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল করুন।

পরে ২নং পাতাকে ১নং পাতার নিচে রেখে ৩নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল করুন।

এইভাবে ক্রমাগত বুনে প্রয়োজনমত তা শেষ করতে পারেন।

চার-পাতার বুনুনিঃ প্রথমে দু'টি পাতা নিয়ে ২৯নং নকশা অনুসারে একটি পাতা অন্য পাতার

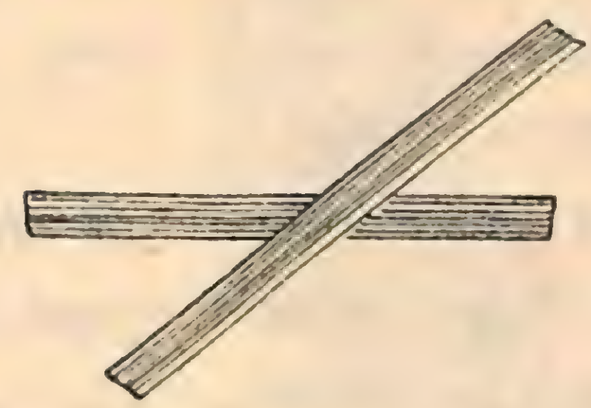

২৯নং নকশা

উপরে রাখুন। ওপরকার পাতাটিকে ৩০নং নকশা অনুযায়ী ঘুরিয়ে আনুন। এতে ক'রে দেখতে পাবেন যে, ৪টি বাহুর সৃষ্টি হয়েছে। সেই চারটি বাহুকে বাঁ-দিক থেকে শুরু ক'রে যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ নম্বরে চিহ্নিত ক'রে নিতে হবে (৩০-৩১নং নকশা)। তারপর—

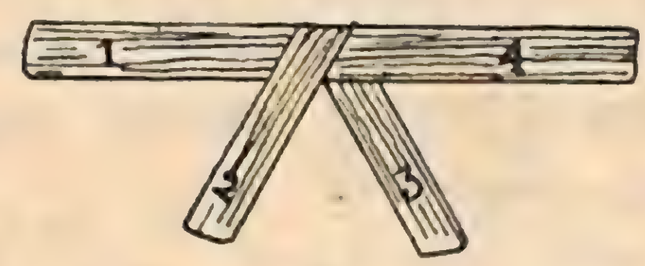

৩০নং নকশা

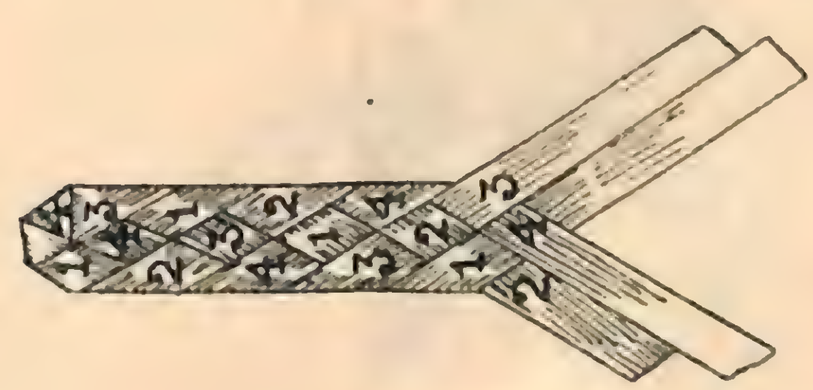

৩১নং নকশা

১নং বাহুটিকে ২নং বাহুর ওপরে ঘুরিয়ে ৩নং পাতার সমান্তরাল করুন।

তারপর ৪নং বাহুটিকে ৩নং বাহুর নিচে ঘুরিয়ে ১নং পাতার ওপরে ২নং পাতার সমান্তরাল করুন।

তারপর ২নং বাহুটিকে ৪নং বাহুর ওপরে ঘুরিয়ে ১নং পাতার সমান্তরাল করুন।

তারপর ৩নং বাহুটিকে ১নং বাহুর নিচে ঘুরিয়ে ২নং পাতার ওপরে ৪নং পাতার সমান্তরাল করুন।

তারপর ৪নং বাহুটিকে ৩নং বাহুর ওপরে ঘুরিয়ে ২নং পাতার সমান্তরাল করুন।

তারপর ১নং বাহুটিকে ২নং বাহুর নিচে ঘুরিয়ে ৪নং পাতার ওপরে ৩নং পাতার সমান্তরাল করুন।

তারপর ৩নং বাহুটিকে ১নং বাহুর ওপরে ঘুরিয়ে ৪নং পাতার সমান্তরাল করুন।

তারপর ২নং বাহুটিকে ৪নং বাহুর নিচে ঘুরিয়ে ৩নং পাতার ওপরে ১নং পাতার সমান্তরাল করুন।

এইভাবে ৮-বার বোনা হয়ে গেলে, প্রয়োজনমত আরও বুনে নিতে পারেন।

চার-পাতার কলি-ভাঙা বুনুনি: চার-পাতার বুনুনির নিয়মে যেমন একটি পাতাকে অন্য পাতার ওপরে রাখা হয়, এই কলি-ভাঙা বুনুনিতেও সেই-রকম একটি পাতাকে আর একটি পাতার ওপরে রাখতে হবে। আগেকার নিয়মে, এক্ষেত্রেও ঘুরিয়ে চারটি বাহুর সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বাঁ-দিক থেকে বাহুগুলিকে পর পর ১, ২, ৩ ও ৪ এইভাবে চিহ্নিত ক'রে বোনা শুরু করুন (৩২-৩৪নং নকশা)।

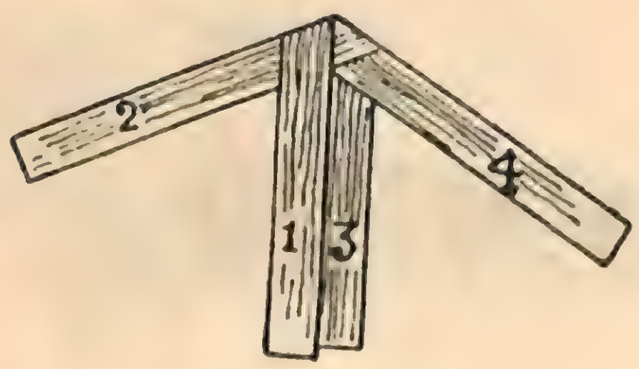

৩২নং নকশা

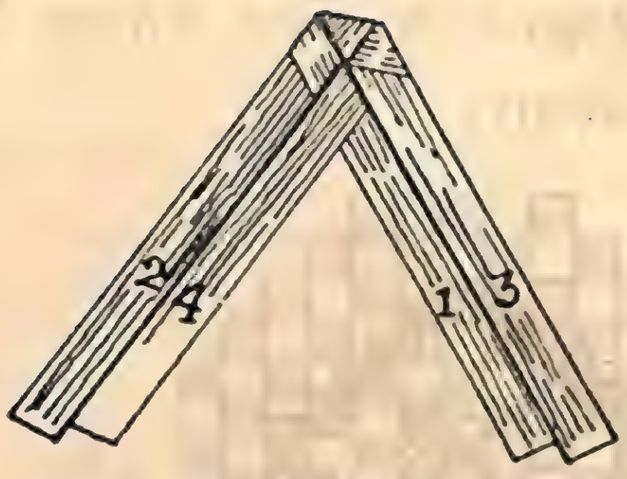

৩৩নং নকশা

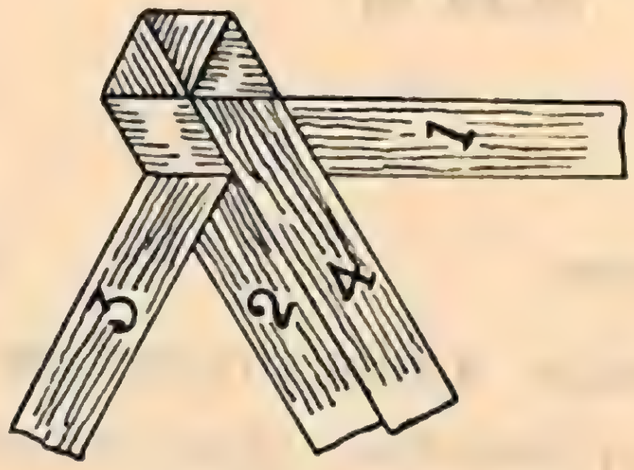

৩৪নং নকশা

১নং বাহুটিকে ২নং বাহুর ওপর ঘুরিয়ে ৩নং পাতার সমান্তরাল করুন।

৪নং বাহুটিকে ৩নং বাহুর ওপর ঘুরিয়ে ১নং পাতার ওপর ২নং পাতার সমান্তরাল করুন।

৩নং বাহুটিকে ১নং ও ৪নং বাহুর নিচে ঘুরিয়ে ২নং বাহুর ওপর তুলুন।

৩নং বাহুটিকে ২নং বাহুর নিচে ঘুরিয়ে ৪নং বাহুর ওপর তুলুন ও ১নং বাহুর সমান্তরাল করুন।

২নং বাহুটিকে ৪নং ও ৩নং বাহুর নিচে ঘুরিয়ে ১নং বাহুর ওপর তুলুন।

২নং বাহুটিকে ১নং বাহুর নিচে ৩নং বাহুর ওপর ঘুরিয়ে ৪নং বাহুর সমান্তরাল করুন।

১নং বাহুটিকে ৩নং ও ২নং বাহুর নিচে ঘুরিয়ে ৪নং বাহুর ওপরে রাখুন।

১নং বাহুটিকে ৪নং বাহুর নিচে ঘুরিয়ে ২নং বাহুর ওপরে ৩নং বাহুর সমান্তরাল করুন।

৪নং বাহুটিকে ২নং ও ১নং বাহুর নিচে ঘুরিয়ে ৩নং বাহুর ওপর তুলুন।

৪নং বাহুটিকে ৩নং বাহুর নিচে ঘুরিয়ে ১নং বাহুর ওপর ২নং বাহুর সমান্তরাল করুন।

৩নং বাহুটিকে ১নং ও ৪নং বাহুর নিচে ঘুরিয়ে ২নং বাহুর ওপর রাখুন।

৩নং বাহুটিকে ২নং বাহুর নিচে ঘুরিয়ে ৪নং বাহুর ওপরে তুলে ১নং বাহুর সমান্তরাল করুন।

২নং বাহুটিকে ৪নং ও ৩নং বাহুর নিচে ঘুরিয়ে ১নং বাহুর ওপরে রাখুন।

২নং বাহুটিকে ১নং বাহুর নিচে ঘুরিয়ে ৩নং বাহুর ওপর দিয়ে ৪নং বাহুর সমান্তরাল করুন। (৩৫-৩৯নং নকশা)

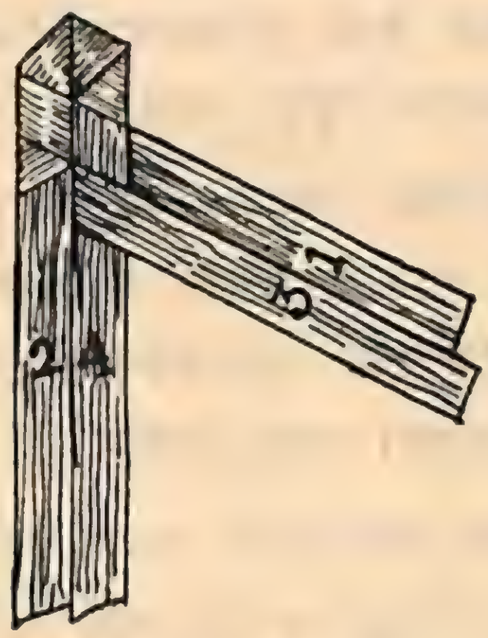

৩৫নং নকশা

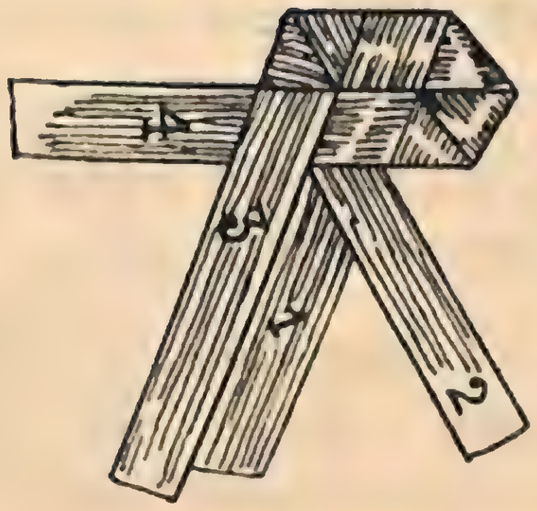

৩৬নং নকশা

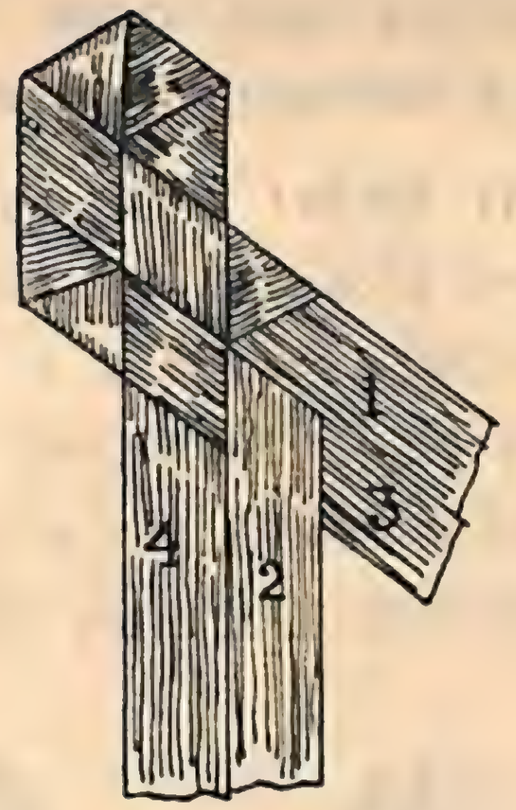

৩৭নং নকশা

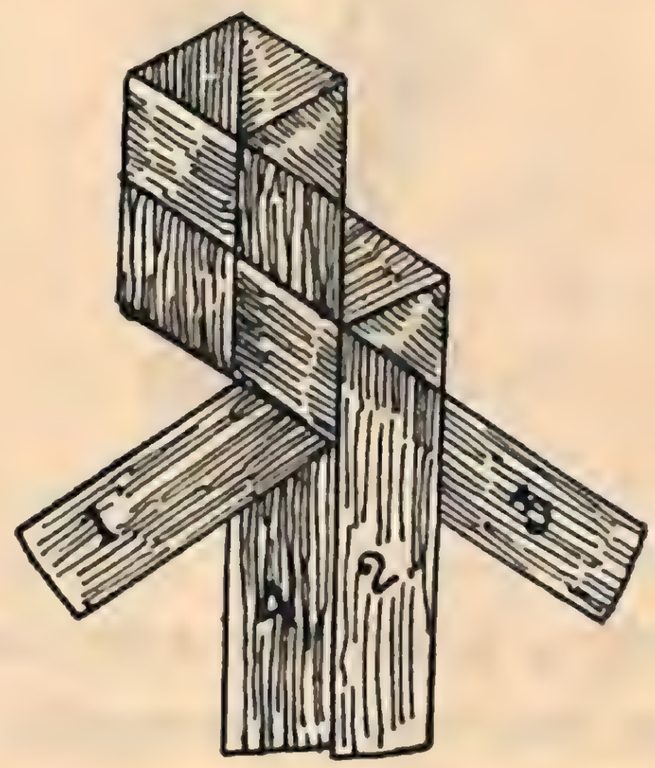

৩৮নং নকশা

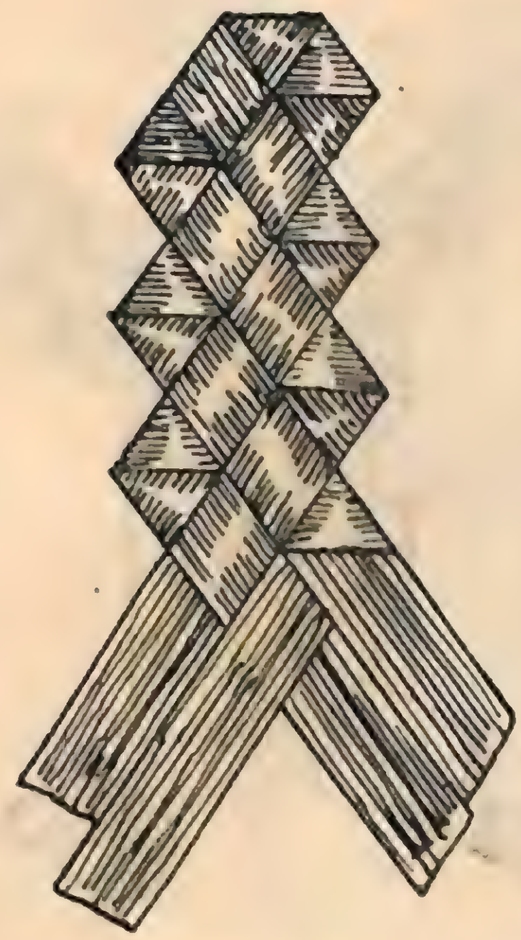

৩৯নং নকশা

এর পরে যদি আরও বুনতে হয়—তা হ'লে ওপরকার এই নির্দেশমতই বুনে যেতে হবে।

পাঁচ-পাতার বুনুনিঃ প্রথমে পাঁচটি পাতা নিয়ে তাদের পাশের ছবির মতো ক'রে সাজান। আগেকার মতো পাতাগুলিকে পর পর ১, ২, ৩, ৪ ও ৫নং ক'রে চিহ্নিত করুন। ছবিতে দেখুন কিভাবে ১, ২ ও ৩নং পাতাগুলিকে বাঁ-দিকে ও ৪, ৫নং পাতা-দু'টিকে ডান-দিকে রাখা হয়েছে (৪০নং নকশা)।

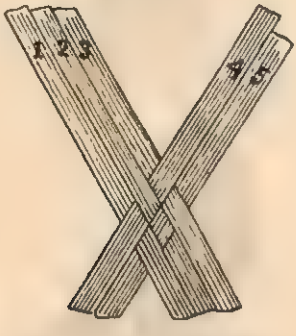

৪০নং নকশা

৪নং পাতাটি ১ ও ৩নং পাতা দু'টির ওপরে আর, ২নং পাতার নিচে আছে। ৫নং পাতাটি ১ ও ৩নং পাতা দু'টির নিচে, আর ২নং পাতার ওপরে আছে (৪১-৪২নং নকশা)।

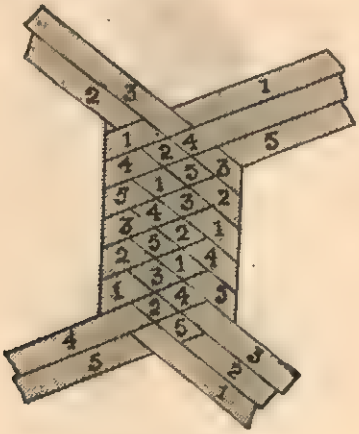

৪১নং নকশা

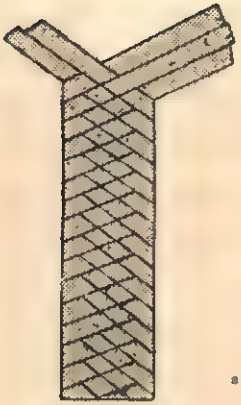

৪২নং নকশা

বুনতে আরম্ভ ক'রে—

(১) বাঁ-দিক থেকে ১নং পাতাটিকে ঘুরিয়ে ২নং পাতার ওপর দিয়ে এবং ৩নং পাতার নিচে দিয়ে তার ডান দিককার ৪নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে রাখুন।

(২) ডানদিক থেকে ৫নং পাতাটিকে ঘুরিয়ে ৪নং পাতার ওপরে এবং ১নং পাতার নিচে ঘুরিয়ে তার বাঁ-দিককার ৩নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে রাখুন।

(৩) বাঁ-দিক থেকে ২নং পাতাটিকে ঘুরিয়ে ৩নং পাতার ওপরে ও ৫নং পাতার নিচে ঘুরিয়ে তার ডান-দিককার ১নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে রাখুন।

(৪) ডান-দিক থেকে ৪নং পাতাটিকে ঘুরিয়ে ১নং পাতার ওপরে আর ২নং পাতার নিচে ঘুরিয়ে তার বাঁ-দিককার ৫নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে রাখুন।

(৫) বাঁ-দিক থেকে ১নং পাতাটিকে ঘুরিয়ে ৫নং পাতার ওপরে আর ৪নং পাতার নিচে দিয়ে ঘুরিয়ে তার ডান-দিককার ২নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে রাখুন।

(৬) ডান-দিক থেকে ১নং পাতাটিকে ঘুরিয়ে ২নং পাতার ওপরে ও ৩নং পাতার নিচে ঘুরিয়ে তার বাঁ-দিককার ৪নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে রাখুন।

এইভাবে একবার বাঁ-দিক থেকে, অন্যবার ডান-দিক থেকে বুনে ইচ্ছামত জিনিসটিকে বড় করা যায়।

ছয়-পাতার বুনুনিঃ প্রথমে ছয়টি পাতা নিয়ে ৪৩নং নকশার মতো ক'রে সাজান। তারপর পাতা-গুলিকে পর পর ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬—এইরকম নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করুন।

৪৩নং নকশা

ছবিটিতে ৪নং পাতা ১ ও ৩নং পাতা দু'টির নিচে ও ২নং পাতাটির ওপরে আছে। ৫নং পাতাটি ১ ও ৩নং পাতা দু'টির ওপরে ও ২নং পাতার নিচে আছে। ৬নং পাতাটি ১ ও ৩নং পাতা দু'টির নিচে ও ২নং পাতার ওপরে আছে।

এখন বুনতে আরম্ভ ক'রে—

(১) বাঁ-দিক থেকে ১নং পাতাটিকে ঘুরিয়ে ২নং পাতার নিচে দিয়ে ও ৩নং পাতার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে তার ডান-দিককার ৪নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে রাখুন।

(২) ডান-দিক থেকে ৬নং পাতাটিকে ঘুরিয়ে ৫নং পাতার ওপর দিয়ে ৪নং পাতার নিচে ও ১নং পাতার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে তার বাঁ-দিককার ৩নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে রাখুন।

(৩) বাঁ-দিক থেকে ২নং পাতাটিকে ঘুরিয়ে ৩নং পাতার নিচে দিয়ে এবং ৬নং পাতার ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে তার ডান-দিককার ১নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে রাখুন (৪৪নং নকশা)।

(৪) ডান-দিক থেকে ৫নং পাতাটিকে ঘুরিয়ে এনে ৪নং পাতার ওপর দিয়ে ও ১নং পাতার নিচে দিয়ে ২নং পাতার ওপরে তুলে এনে তার বাঁ-দিককার ৬নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে রাখুন।

(৫) বাঁদিক থেকে ৩নং পাতাটিকে ঘুরিয়ে ৬নং পাতার নিচে দিয়ে ও ৫নং পাতার ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে তার ডান-দিককার ২নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে রাখুন।

(৬) ডান-দিক থেকে ৪নং পাতাটিকে ঘুরিয়ে ১নং পাতার ওপর দিয়ে ও ২নং পাতার নিচে দিয়ে ৩নং পাতার ওপরে তুলে তার বাঁ-দিককার ৫নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে রাখুন।

(৭) বাঁ-দিক থেকে ৬নং পাতাটিকে ঘুরিয়ে ৫নং পাতার নিচে দিয়ে ৪নং পাতার ওপরে তুলে এনে তার ডান-দিককার ৩নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে রাখুন (৪৫নং নকশা)।

(৮) ডান-দিক থেকে ১নং পাতাটিকে ঘুরিয়ে ২নং পাতার ওপর দিয়ে আর ৩নং পাতার নিচে দিয়ে নিয়ে গিয়ে ৬নং পাতার ওপরে এনে তাকে বাঁ-দিককার ৪নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে রাখুন।

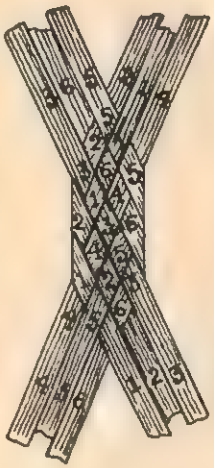

৪৪নং নকশা

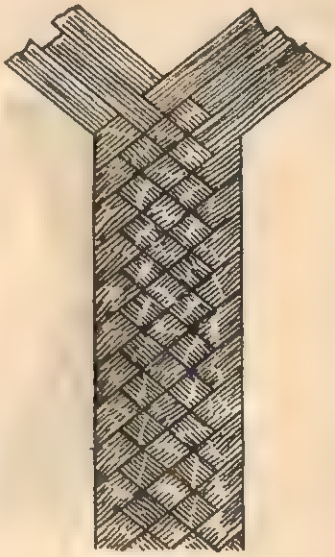

৪৫নং নকশা

এই নিয়মে প্রয়োজনমত বুনে যেতে পারেন।

সাত ও তার বেশি পাতার বুনুনি: সাত কিংবা তার বেশি পাতা নিয়ে চাটাই বুনতে হ'লে ঠিক আগেকার নিয়মেই বোনা যেতে পারে। কেবল মনে রাখতে হবে—

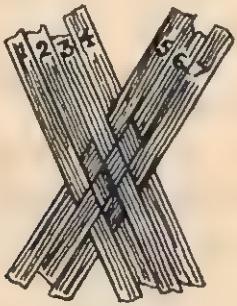

৪৬নং নকশা

(১) প্রথমে বাঁ-দিক থেকে বোনা শুরু করতে হবে (৪৬নং নকশা)।

(২) পাতাগুলি যদি বে-জোড় সংখ্যায় থাকে, তা হ'লে সেগুলি দিয়ে বোনা শুরু করবার সময় জোড় মিলিয়ে নিলেই দেখা যাবে যে, একটি পাতা বাড়তি হচ্ছে। এই বাড়তি পাতাটিকে বাঁ-দিকে আনতে হবে। অর্থাৎ ৭টি পাতা থাকলে ৪টি বাঁ-দিকে আর ৩টি ডান-দিকে থাকবে (৪৭নং নকশা)। পাতার সংখ্যা ৯ হ'লে তার ৫টি পাতা থাকবে বাঁ-দিকে আর ডান-দিকে ৪টি।

৪৭নং নকশা

(৩) পাতাগুলি বে-জোড় সংখ্যায় থাকলে দু'-দিকের শেষ পাতা দু'টি হয় ওপর দিকে না-হয় নিচের দিকে ইচ্ছা ও সুবিধামত যে-কোন একদিকে ঘুরিয়ে কাজ শুরু করতে হবে।

পাতার চাটাই: নানাভাবে পাতার চাটাই বোনা যায়। পাতা রঙীন ক'রে বুনতে পারলে সে চাটাই যে দেখতে সুন্দর হবে তা বলাই বাহুল্য।

সরল বোনা: ধরুন, আপনি একটি পাতার চাটাই বুনবেন, তার অর্ধেকটা হবে রঙীন আর বাকিটায় থাকবে পাতার স্বাভাবিক রং। অথবা, চাটাইয়ের অর্ধেকটা হবে এক রঙের, বাকি অর্ধেকটা হবে অন্য রঙের (৪৮নং নকশা)।

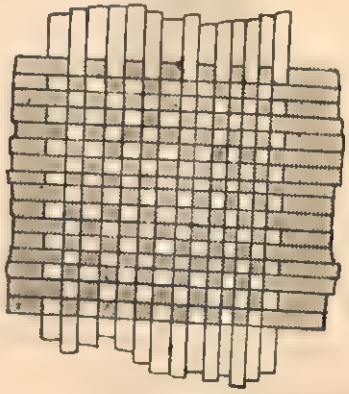

৪৮নং নকশা

সরল বোনার নিয়মে চাটাই বুনতে হ'লে একটি সমতল জায়গায় পাতাগুলি লাগালাগিভাবে পর পর সাজিয়ে নেবেন। আপনি যত বড় ক'রে চাটাই বুনতে চান সেইভাবে মাপ নিয়ে পাতাগুলি সাজাবেন। হাতপাখা বোনার নিয়মে একটির পর একটি পাতা ওপরে তুলে, একটি পাতা নিচে রেখে এক-একটি পাতার ব্যবধানে পরিয়ে দেবেন। পাতা-গুলি যদি দু'রঙের থাকে তা হ'লে তা থেকে প্রথমে একটি রঙের পাতা বিছিয়ে নিয়ে, অন্য রঙের পাতার সাহায্যে বুনতে হবে।

টুইল বোনা: এই নিয়মে বুনতে হ'লে প্রথমে পাতাগুলিকে সমানভাবে চিরে নিয়ে নানা রঙে

রঙিয়ে নেবেন। এখন যে পাতাগুলি নিচে থাকবে সেগুলি হবে সাদা আর, যে পাতাগুলির সাহায্যে বোনা হবে সেগুলি হবে রঙীন (৪৯নং নকশা)।

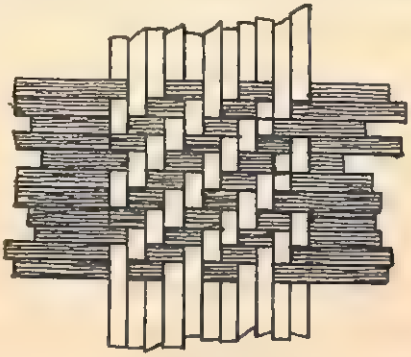

৪৯নং নকশা

চাটাইটি যতটা চওড়া করা প্রয়োজন সেই মাপের একটি সমতল জায়গায় সাদা পাতাগুলিকে সাজিয়ে নেবেন। তারপর একদিকে একটি কাঠের পাটা বা বাঁশের বাতা দিয়ে পায়ে চেপে ধরবেন। এতে ক'রে পাতাগুলি আর এদিকে-ওদিকে স'রে যাবে না, বুনতেও সুবিধা হবে (৫০নং নকশা)।

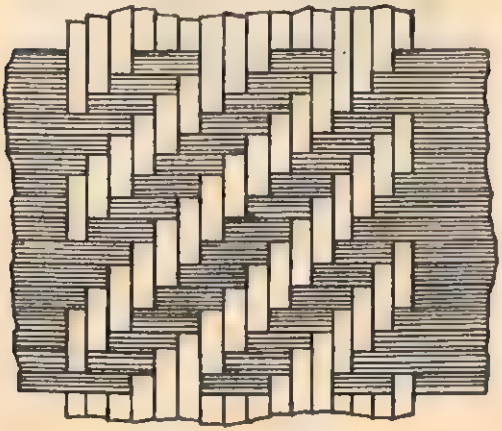

৫০নং নকশা

বুনতে আরম্ভ ক'রে—(১) প্রথমে দু'টি পাতা ওপরে তুলে ও দু'টি পাতা নিচে রেখে, এইভাবে সমস্ত পাতা ভাগ ক'রে নিয়ে তাদের ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পরিয়ে দিন। (২) দ্বিতীয় দফায়, খালি বাঁ-দিকের প্রথম পাতাটি নিচে রেখে বাকি পাতাগুলি যথাক্রমে দু'টি পাতা ওপরে আর দু'টি পাতা নিচে রেখে তাদের ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পরিয়ে দিন। (৩) তৃতীয় দফায়, যথাক্রমে দু'টি পাতা নিচে আর দু'টি পাতা ওপরে রেখে তাদের ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পরিয়ে দিন। (৪) চতুর্থ দফায় প্রথম পাতাটি ওপরে এবং বাকি পাতাগুলি যথাক্রমে দু'টি নিচে ও দু'টি ওপরে রেখে তাদের ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পরিয়ে দিন। চাটাইটি বড়ই হোক, আর ছোটই হোক, বোনা থেকে আরম্ভ ক'রে তা শেষ করা পর্যন্ত এই নিয়মেই বুনে যেতে হবে। বোনা শেষ হয়ে গেলে চারদিকের মুখগুলি বেঁধে দেবেন।

তিন-পাতার টুইলঃ ওপরকার দু'টি পাতা নিচে রেখে ও দু'টি পাতা ওপরে তুলে টুইল বোনার নিয়ম আগে যেভাবে বলা হয়েছে, ঠিক সেই নিয়মে তিনটি পাতা নিচে রেখে ও তিনটি পাতা ওপরে তুলে তিন-পাতার টুইল বোনা যেতে পারে।

কলি টুইলঃ পাতাগুলিকে সমতল কোনো জায়গায় পর পর সাজিয়ে এক প্রান্তে একটি কাঠের তক্তা বা বাঁশের বাখারি দিয়ে পায়ে চেপে ধরুন। প্রতি ভাগে ৫টি ক'রে পাতা রেখে পাতাগুলিকে ভাগ করুন। শেষের ভাগে একটি পাতা কম ক'রে তাতে মাত্র ৪টি পাতা রাখুন, তারপর বুনতে শুরু করুন—

(১) প্রথম ৫টি পাতার মধ্যে ২টি নিচে ও ২টি ওপরে এবং ৫ম পাতাটি নিচে ও দ্বিতীয় ৫টি পাতার মধ্যে ২টি ওপরে ও ২টি নিচে এবং ৫মটি ওপরে এই নিয়মে লাইনের শেষ পর্যন্ত পাতা-গুলিকে ভাগ ক'রে তাদের ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পরিয়ে দিন।

(২) দ্বিতীয় বারে প্রথম পাতাটিকে ওপরে রেখে অবশিষ্ট পাতাগুলির দু'টি নিচে ও তিনটি ওপরে এই নিয়মে লাইনের শেষ পর্যন্ত ভাগ ক'রে তাদের ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পরিয়ে দিন। এবারে শেষের দু'টি পাতা ওপরে থাকবে।

(৩) তৃতীয় বারে দু'টি পাতা ওপরে ও দু'টি পাতা নিচে এবং পঞ্চম পাতাটি ওপরে, আবার দু'টি

পাতা নিচে ও দু'টি পাতা ওপরে এবং একটি নিচে এই নিয়মে অবশিষ্ট পাতাগুলিকে ভাগ ক'রে তাদের ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পরিয়ে দিন। এবারে শেষের পাতা দু'টি ওপরে থাকবে।

(৪) চতুর্থবারে প্রথম পাতাটি নিচে রেখে বাকি পাতার দু'টি ওপরে ও তিনটি নিচে এই নিয়মে লাইনের শেষ পর্যন্ত ভাগ ক'রে তাদের ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পরিয়ে দেবেন। এবারে, শেষের একটি পাতা নিচে থাকবে।

(৫) পঞ্চমবারে প্রথম বারের মত ভাগ ক'রে ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পরিয়ে দেবেন।

(৬) ষষ্ঠবারে দ্বিতীয় বারের মত ভাগ ক'রে ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পরিয়ে দেবেন।

(৭) সপ্তমবারে তৃতীয় বারের মত ভাগ ক'রে ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পরিয়ে দেবেন।

(৮) অষ্টমবারে চতুর্থ বারের মত ভাগ ক'রে ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পরিয়ে দেবেন।

(৯) নবমবারে প্রথম বারের মত ভাগ ক'রে ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পরিয়ে দেবেন (৫১নং নকশা)।

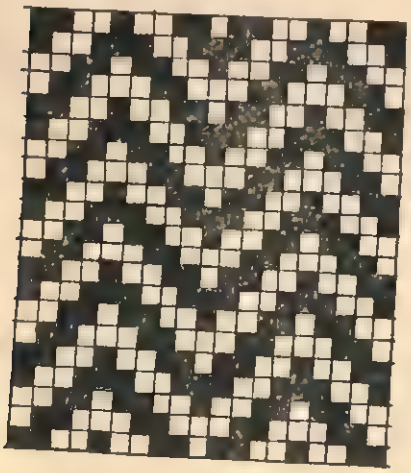

৫১নং নকশা

এই নিয়মেই বরাবর বুনতে হবে। কলি টুইল বুনতে হ'লে প্রত্যেক লাইনে প্রথম পাতাটি নিচে অথবা ওপরে যেভাবেই থাকুক না কেন শেষের পাতাটিও ঠিক সেই নিয়মে নিচে অথবা ওপরে থাকবে। এইভাবে চাটাই বোনা শেষ হ'লে আগেকার নিয়মে চারদিকের মুখ বেঁধে দেবেন।

ডায়মন্ড বোনাঃ কাপড়ে যেভাবে ডারমন্ড বোনা হয় চাটাইয়েও সেই রকম ডায়মন্ড বোনা যেতে পারে। এই ডায়মন্ড বুনলে এর মধ্যে একটি বরফির মতো জায়গা দেখা যাবে (৫২নং নকশা)।

আগেকার মত সাদা পাতাগুলিকে একটি সমতল জায়গায় বিছিয়ে তার এক প্রান্তে একটি কাঠের তক্তা অথবা বাঁশের বাতা চাপিয়ে পায়ে চেপে ধরতে হবে। এর পর পাতাগুলিকে জোড়া হিসাবে গুনে নিয়ে যত জোড়া হবে তার চেয়ে একটি বেশি পাতা নিন।

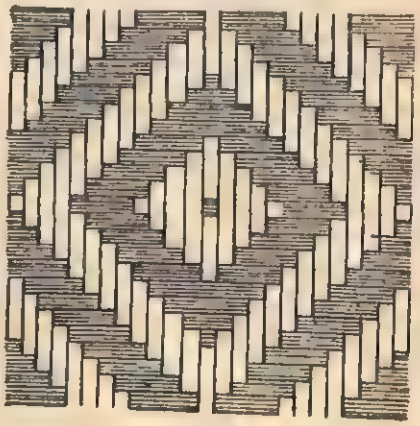

৫২নং নকশা

ডায়মন্ড বোনা ঠিক মাঝখান থেকে শুরু করতে হয়।

(১) প্রথমে ঠিক মাঝখানের পাতা ওপরে তুলে তার দু'পাশের পাতাগুলিকে যথাক্রমে ৪টি নিচে ও ৪টি ওপরে রেখে তাদের ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পরিয়ে দেবেন।

(২) দ্বিতীয়বারে মাঝখানের তিনটি পাতা ওপরে তুলে দু'পাশের বাকি পাতাগুলিকে যথাক্রমে ৪টি নিচে ও ৪টি ওপরে রেখে তাদের ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পরিয়ে দেবেন।

(৩) তৃতীয়বারে মাঝখান থেকে ৫টি পাতা ওপরে তুলে দু'পাশের পাতাগুলিকে যথাক্রমে ৪টি নিচে ও ৪টি ওপরে রেখে তাদের ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পরিয়ে দেবেন।

(৪) চতুর্থবারে মাঝখান থেকে ৭টি পাতা ওপরে তুলে দু'পাশের অবশিষ্ট পাতাগুলিকে যথাক্রমে ৪টি নিচে ও ৪টি ওপরে তুলে তাদের ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পরিয়ে দিন (৫৩নং নকশা)।

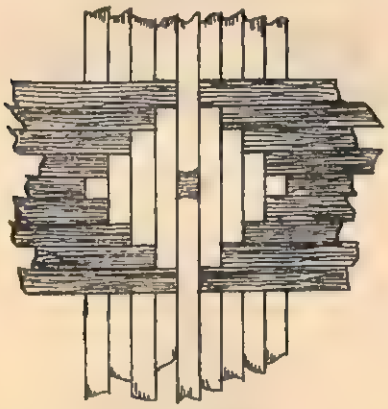

৫৩নং নকশা

এ পর্যন্ত যে ৪টি পাতা বোনা হ'ল সেগুলি যথাক্রমে মাঝের ১, ৩, ৫ ও ৭ পাতার ওপরে তুলে এবং তাদের দু'পাশের পাতাগুলিকে যথাক্রমে ৪টি নিচে ও ৪টি ওপরে তুলে বোনা হ'ল। এখন মাঝখান থেকে যথাক্রমে ১, ৩, ৫ ও ৭ পাতা নিচে রেখে এবং তাদের দু'পাশের পাতা যথাক্রমে ৪টি ওপরে ও ৪টি নিচে রেখে তাদের ব্যবধানে ৪টি রঙীন পাতা পরিয়ে দেবেন। এর পর প্রথম ৪টি পাতার মত ৪টি পাতা এবং দ্বিতীয় ৪টি পাতার মত ৪টি পাতা এইভাবে মোট ৮টি পাতা বুনতে হবে।

আপনি যে জিনিসটি বুনবেন তার মাঝ পর্যন্ত বুনে এইভাবে যতবার প্রয়োজন হবে ততবার ৮টি ক'রে পাতা বুনে অর্থাৎ বারে বারে ওপরকার নির্দেশমত বুনে সেই বোনার ঠিক মাঝ পর্যন্ত আসবেন। এতে ক'রে বরফি আকারের চার কোনা চিত্রের ঠিক অর্ধেক দেখা যাবে।

তালপাতার ব্যাগঃ পূর্বেকার নিয়মে একটি চতুষ্কোণ তালপাতার চাটাই বুনে নিন (৫৪নং নকশা)। এই চাটাইয়ের চারপাশ সমান থাকবে।

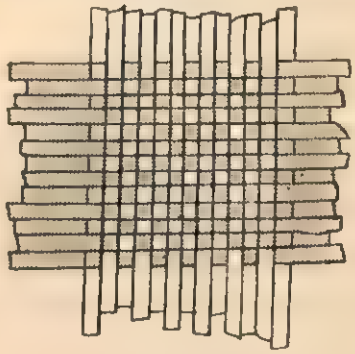

৫৪নং নকশা

৫৫নং নকশার মত চাটাইটি মুড়ে নিয়ে তার বিপরীত কোণ দু'টি একসঙ্গে মিলিয়ে ধরবেন।

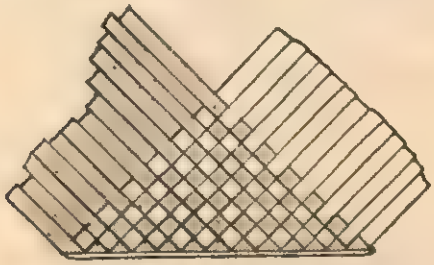

৫৫নং নকশা

মাঝের খাঁজটি বাকি কোণ দু'টির ঠিক মাঝখানে পড়বে। যে জায়গায় ভাঁজটি পড়বে ঠিক সে জায়গায় একটি সুতো বেঁধে দিলে দু'পাশের পাতাগুলির আর স্থানচ্যুত হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

এখন যে কোণ দু'টির ওপর ভাঁজটি পড়ল, সেই কোণ দু'টিতে যে পাতাগুলি বের হয়ে থাকবে তার

দু'দিক থেকে যে পাতাগুলি এসেছে তার প্রথম দু'টি পাতাকে পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে নিলে পর যে পাতা যেদিকে যাবে, তাকে সেইদিকেই ঘুরিয়ে দিতে হবে। পরে যে পাতা যেদিকে বের হয়ে থাকবে তাকে তার বিপরীত দিকে বুনতে হবে। বোনবার সময় বোনা অংশের ওপর নজর রেখে প্রতি দিক থেকে একবার ক'রে বুনে যাবেন। বোনা হয়ে গেলে যে পাতাগুলি বের হয়ে থাকবে সেগুলিকে মুড়ে উলটিয়ে বোনা অংশের মধ্যে সমান ক'রে গুঁজে দেবেন।

এতে টানায় সাদা পাতা দিয়ে ও পোড়েনে কোনো একটি রঙীন পাতা দিয়ে বুনলে দেখতে সুন্দর হয়। অথবা, সবটা এক রঙের পাতায় বুনে ভিতরে একটি বা দু'টি ছক দেবার মতো টানায় অন্য কোনো রঙের পাতা রেখে সেই অনুপাতে পোড়েনের পাতা বুনবেন। এইভাবেই প্রয়োজনমত ঢাকনাও তৈরি ক'রে নেওয়া যায় (৫৬-৫৭নং নকশা)।

টুইল বোনার নিয়মেও তালপাতার ব্যাগ তৈরি করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথমে টুইল বোনার নিয়মে একটি চাটাই বুনে নিতে হবে। পরে তাকে ওপরকার নিয়মে ভাঁজ ক'রে, বাকি অংশটুকু টুইল বোনার নিয়মে বুনে নেবেন। তারপর, একই নিয়মে ঢাকনা তৈরি ক'রে লাগিয়ে নিলেই সুন্দর ব্যাগ তৈরি হয়ে যাবে (৫৮-৫৯নং নকশা)।

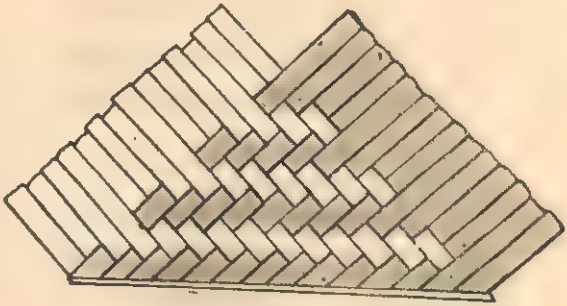

৫৮নং নকশা

৫৬নং নকশা

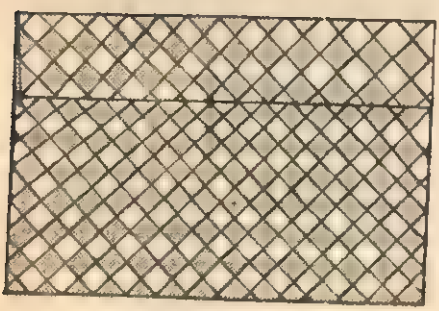

৫৭নং নকশা

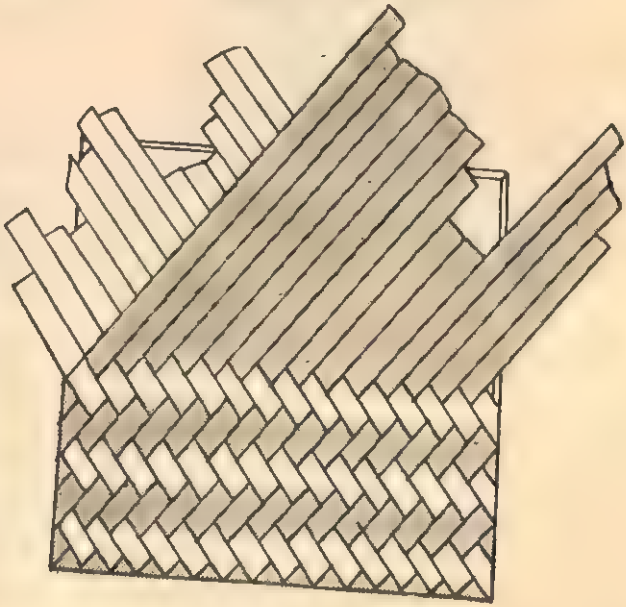

৫৯নং নকশা

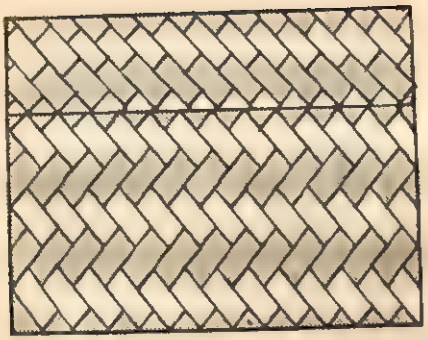

৬০নং নকশা

ফাঁস-ব্যাগঃ প্রথমে বেশ-কিছু তালপাতা সমান ক'রে চিরে নেবেন। শিরগুলিকে ফেলে দেবেন না, সেগুলিও কাজে লাগবে। ৬১নং নকশা অনুসারে দু'টি শির নিয়ে একটির ওপরে অন্যটিকে সমকোণে রাখতে হবে। ঐ শিরের ওপর আরও দু'টি পাতাকে সমকোণে রাখবেন। ঐ পাতা দু'টিতে ১ ও ২নং চিহ্ন দিয়ে ১নং পাতাটিকে নিচে ও ২নং পাতাটিকে ওপরে রাখতে হবে (৬১নং নকশা)।

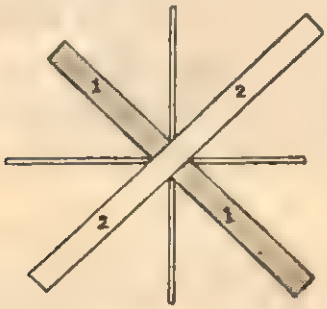

৬১নং নকশা

১নং চিহ্নিত পাতাটির নিচের অংশকে ঐ শিরের ছকের নিচে মুড়ে ওপর দিকে তুলে দিন। তারপর শিরটিকে যথাস্থানে রেখে ১নং পাতাটির যে-অংশ ওপরে আছে তার বাঁ-দিকে রাখুন।

২নং পাতাটির যে-অংশ ওপরে থাকবে তাকে ছকের নিচের দিকে মুড়ে নিয়ে ২নং পাতার যে-অংশ নিচের দিকে আছে তারই নিচে রেখে দিন (৬২নং নকশা)।

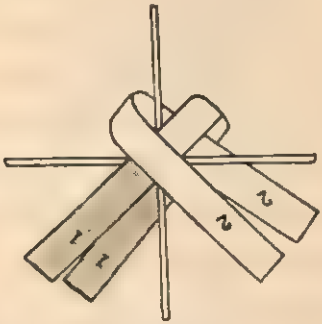

৬২নং নকশা

নিচের দিক থেকে ১নং পাতার যে-অংশ ওপরে মুড়ে বোনা হয়েছে তাকে ২নং পাতার ওপর দিয়ে মুড়ে নিচে আনবেন এবং ১নং পাতার যে-অংশ নিচের দিকে আছে তার সঙ্গে লাগিয়ে তার বাঁ-দিকে রাখবেন।

২নং পাতার যে-অংশ আগে মুড়ে আনা হয়েছে, সেই অংশটিকে পুনরায় উলটিয়ে ১নং পাতার ওপরকার ভাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে টেনে দেবেন। এতে একটি চার কোণা ফাঁসের সৃষ্টি হবে। এর চারদিকে চারখানি পাতা ও চারটি শির বেরিয়ে থাকবে (৬৩নং নকশা)।

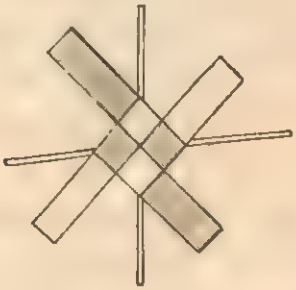

৬৩নং নকশা

এই চার-কোণা ফাঁস থেকে ডান-দিককার শিরের ওপর ও নিচের পাতার অন্য একটি শির আগের শিরের সঙ্গে সমকোণ ক'রে সাজিয়ে নেবেন। যে পাতাটি বেরিয়ে থাকবে তার নিচের ঐ নতুন ছকের ওপর ৬৪নং চিত্রের মতো আর একটি পাতা জুড়ে নেবেন। আগেকার নিয়মে বুনলে আর একটি চার-কোণা ফাঁস তৈরি হবে। এইভাবে এক-একটি শির ও এক-একটি পাতা ক্রমাগত জুড়ে ধারে ধারে বুনে যতখানি লম্বা করা প্রয়োজন ততখানি লম্বায় এই চারকোণা ফাঁসগুলির লাইন বুনে যেতে হবে (৬৩নং নকশা)।

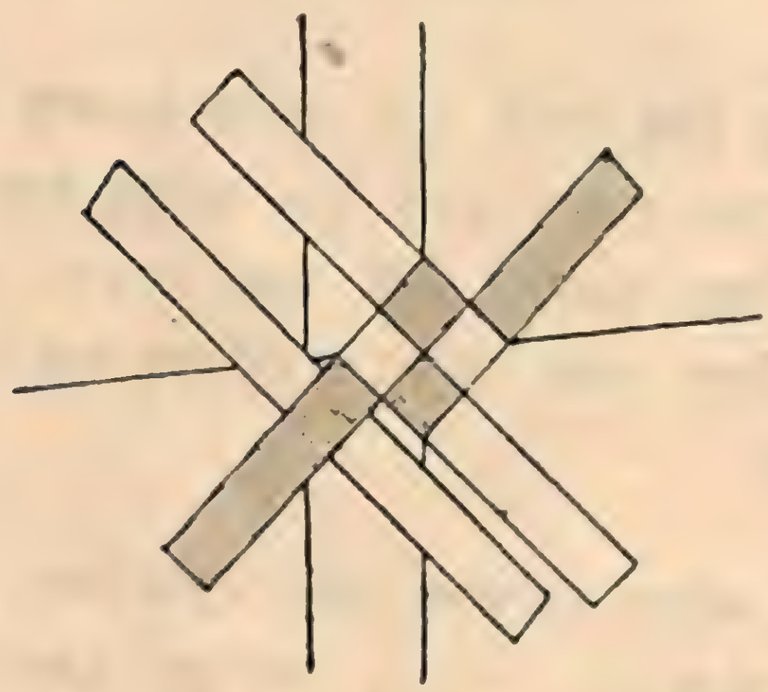

৬৪নং নকশা

যে শিরার ওপরে প্রথম লাইনে অন্যান্য শিরাগুলিকে সমকোণে জোড়া হয়েছে, সেই শিরাগুলির নিচে যে পাতাগুলি বেরিয়ে আছে, তাদের নিচে ও শিরাগুলির ওপরের লাইনের শিরাটির সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে অন্য একটি শিরা জুড়বেন। বাঁ-দিক থেকে একটি পাতা লাগিয়ে যে পাতাগুলি বেরিয়ে আছে সেইগুলির সঙ্গে আগেকার নিয়মে বুনে গেলে আর একটি লাইন হবে। এইভাবে ৪-৫টি লাইন হ'লে সেটি একটি ব্যাগের নিচেকার জন্য যথেষ্ট হবে। এই একই নিয়মে বুনে ব্যাগটি আরও চওড়া করা যেতে পারে (৬৫নং নকশা)।

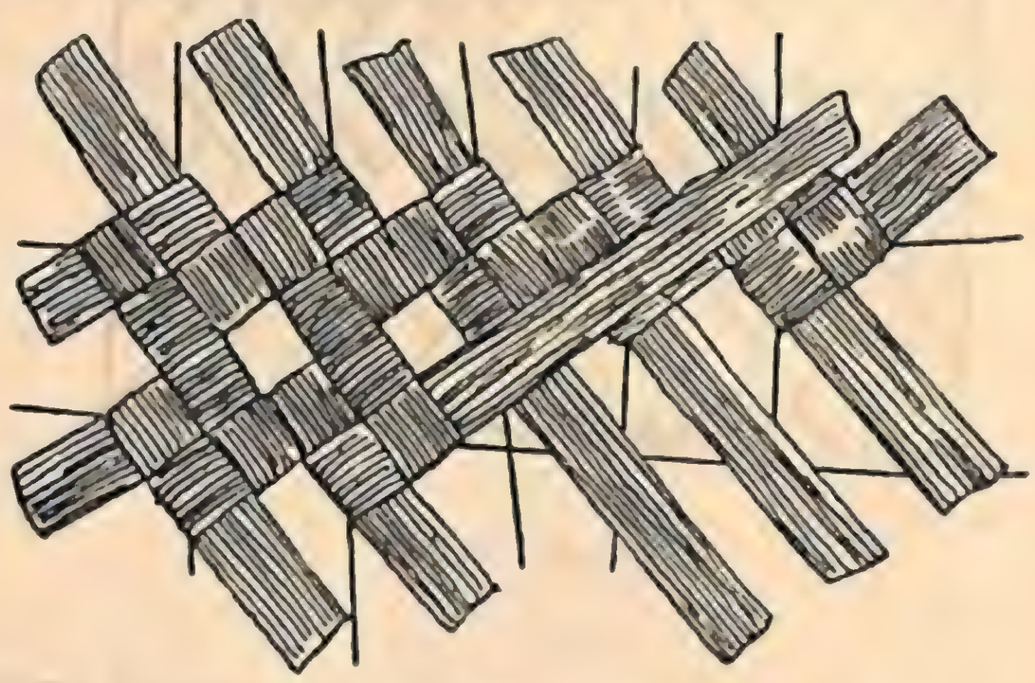

৬৫নং নকশা

যে জিনিস বুনবেন, তার তলাটি বোনা শেষ হ'লে তাকে উলটিয়ে ধ'রে তার চারদিকের শিরগুলিকে ওপরকার দিকে মুড়ে আনবেন। শিরগুলিকে মুড়ে দিলেও সাধারণত সেগুলি পুনরায় সোজা হয়ে যাবে। পরে একটি কাঠের ফ্রেম তৈরি ক'রে তার ওপর আগে থেকে যে তলাটি বোনা হয়েছে সেটিকে বসিয়ে শিরগুলিকে মুড়ে একটি সুতো দিয়ে সেই ফ্রেমটিকে বেঁধে দেবেন। এর পর এই ফ্রেমটিকে উলটিয়ে নিয়ে বুনতে হবে (৬৬নং নকশা)।

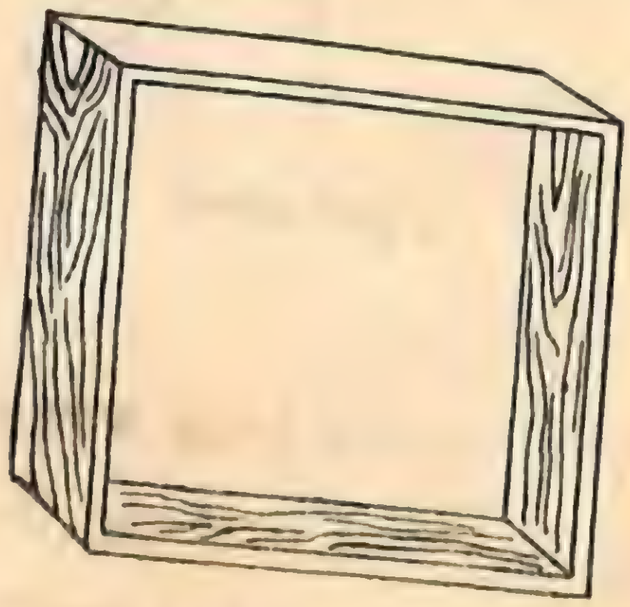

৬৬নং নকশা

এখন এই শিরগুলির ওপর আর একটি শির বসিয়ে যে-কোনো জায়গায় একটি পাতা লাগিয়ে, যে পাতাগুলি বেরিয়ে আছে দেখবেন, সেগুলির সঙ্গে একটি একটি ক'রে আগেকার মতো চারদিকে বুনে নেবেন। লাইনটি শেষ হবার সময় শিরটিকে বোনা ফাঁসের ভিতর শিরার আরম্ভের সঙ্গে সমান-ভাবে মিশিয়ে দেবেন। এই লাইনটি এক সম্পূর্ণ ভিন্ন লাইন হবে। পরে এক-একটি শির ও পাতা আগেকার মতো লাগিয়ে একটি ক'রে লাইন বুনে যতখানি উঁচু করা দরকার ততখানি উঁচু পর্যন্ত বুনবেন। শেষে যে শিরগুলি বাকি থাকবে সেগুলিকে সমান ক'রে কেটে দেবেন। তারপর, একটি মোটা শির শেষ প্রান্তে বসিয়ে পাতাগুলিকে উলটিয়ে বোনা-অংশের ভিতর গুঁজে সমান ক'রে দেওয়া প্রয়োজন।

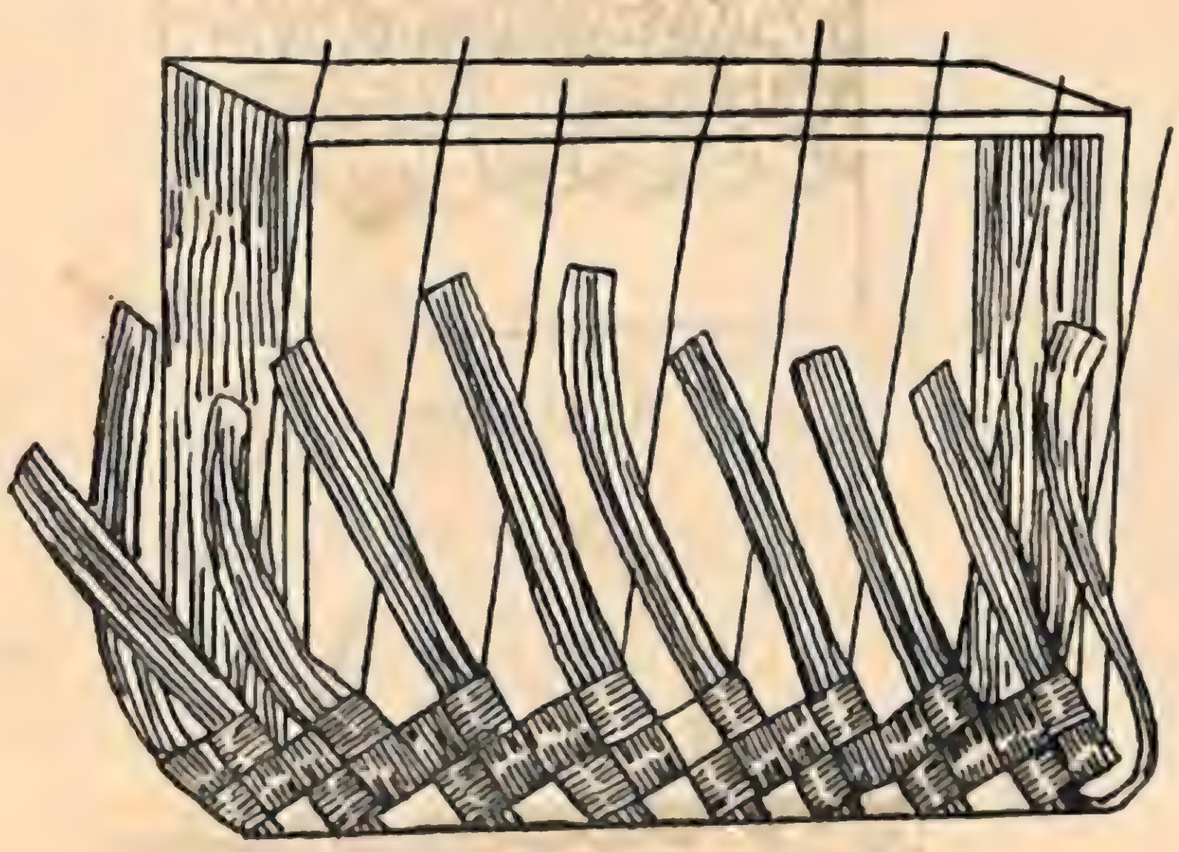

৬৭নং নকশা

এইভাবে ব্যাগের ডালা বা ঢাকনা তৈরি ক'রে ব্যাগের সঙ্গে তা লাগিয়ে নিতে পারেন। হাতলের জন্য দু'টি তালের ছিলটের ওপর একটি রঙীন পাতা জড়িয়ে তাকে ৬৮-৬৯নং নকশার মতো ক'রে লাগিয়ে নিলে ধরতে ও দেখতে সুন্দর হবে।

প্যাঁটরাঃ এই একই নিয়মে বুনে একটি চার-কোণা প্যাঁটরা সহজেই তৈরি করা যায় (৭০নং নকশা)।

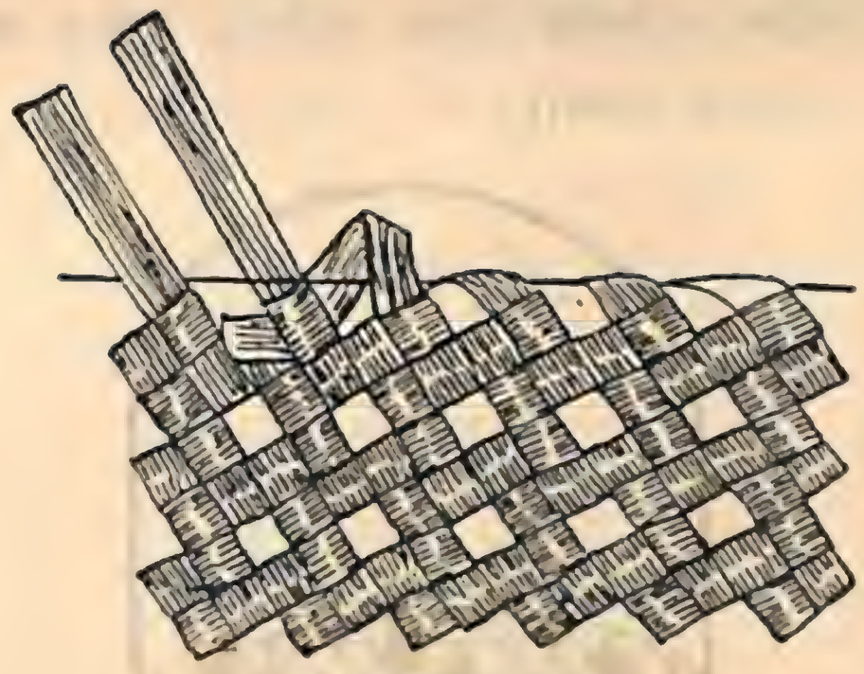

৬৮নং নকশা

৬৯নং নকশা

৭০নং নকশা

ঝুড়িঃ ৭০-৭১নং নকশা দেখে একই নিয়মে ঝুড়িও বুনতে পারেন। ঝুড়ির তলার জন্য একটি সাদা চাটাই বুনে গোল ক'রে কেটে তা নিচের দিকে লাগাতে হয়। বেত বা বাঁশের তৈরি একটি হাতল

এর সঙ্গে লাগিয়ে দিলে ঝুড়িটি ধরতে সুবিধা হবে (৭১নং নকশা)।

৭১নং নকশা

বাজে-কাগজ ফেলবার টুকরিঃ নিচেকার গোলটি ছোট ও ওপরকার গোলটি পরিমাণ মতো বড় রেখে চারদিক বুনলে এবং নিচে একটি তলা লাগিয়ে দিলেই বাজে-কাগজ ফেলবার মতো টুকরি তৈরি হয়ে যায় (৭২নং নকশা)।

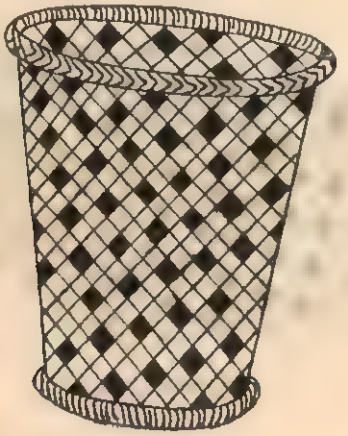

৭২নং নকশা

কলিমোড়া পটির ব্যাগঃ আগে কলিভাঙ্গা পটি বোনার যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, সেইভাবে প্রথমে একটি লম্বা পটি বুনে নিন। তারপর একটি কাঠের পাটাতনের চারদিকে ঐ পটিটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সূচ দিয়ে সেলাই ক'রে দেবেন (৭৩-৭৪নং নকশা)।

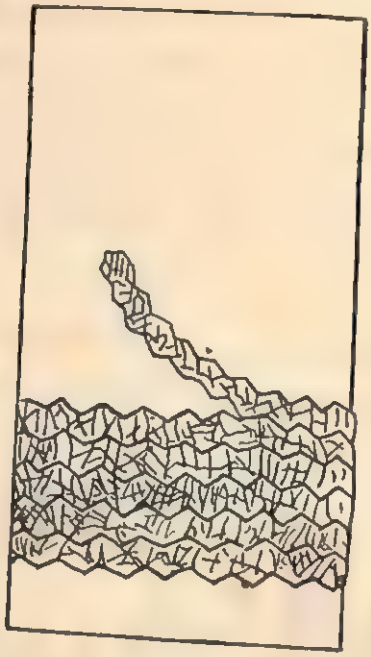

৭৩নং নকশা

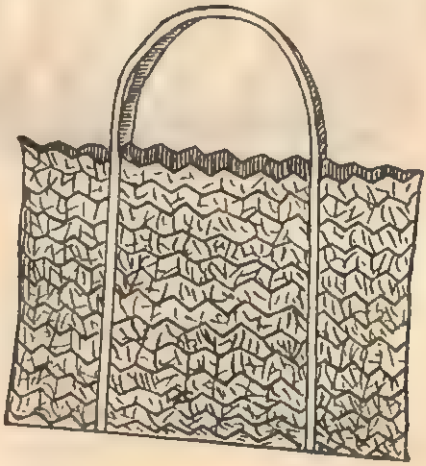

৭৪নং নকশা

পটি সেলাই করবার সময় সুতাটি পাতার ধারে ধারে রেখে বরাবর সেলাই ক'রে গেলে বাইরে থেকে

আর সুতা নজরে পড়বে না। নিচের দিকেও ঐভাবে সেলাই ক'রে বন্ধ ক'রে দেবেন। আগেকার নিয়মে তালের ছিলট দিয়ে হাতলও তৈরি ক'রে নিতে পারেন।

কলিভাঙা পটির হ্যাট: চারটি তালপাতার কলি-ভাঙা পটি দিয়ে সুন্দর হ্যাট তৈরি করা যায়। প্রথমে চওড়া তালপাতা দিয়ে সাদা চাটাই বোনার নিয়মে হ্যাটের আকারে একটি ফর্মা বুনে নেবেন। এরজন্য কাঠের বা মাটির একটি ফ্রেম বা ছাঁচ তৈরি ক'রে তার ওপর তালপাতা ফেলে বুনলে, বোনা খুব সহজ হয়। প্রথমে ৭৬নং নকশার মতই হবে। যে অংশটি বের হয়ে থাকবে সেই অংশ বুনে পরে চারদিক সমান ক'রে কেটে দেবেন। পরে এর ওপর পটিটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সূচ-সুতো দিয়ে সেলাই করতে হবে। হ্যাটটির যে অংশ বাইরে থাকবে তাতে নিচে ও ওপরে একটি একটি ক'রে দু'টি পটি একই সঙ্গে লাগিয়ে সেলাই ক'রে দেবেন। বাকি অংশের কেবল একদিকেই সেলাই করলে চলবে। পরে, যেখানে যেসব পাতা বেরিয়ে থাকবে সেগুলিকে ছেঁটে সমান ক'রে দিতে হবে। হ্যাটের ভেতরে একটি কাপড়ের লাইনিং দিতে পারলে ভাল হয়। চিবুকে আটকাবার জন্য হ্যাটের দু'দিক থেকে দু'টি ফিতেও লাগিয়ে নিতে পারেন (৭৭-৭৮নং নকশা)।

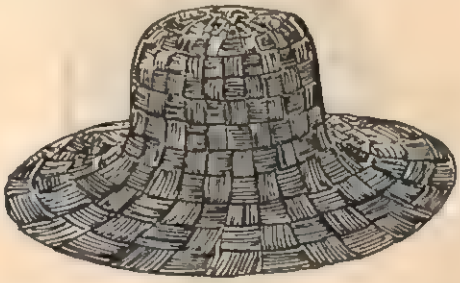

৭৭নং নকশা

৭৮নং নকশা

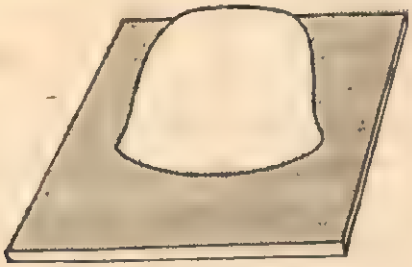

৭৫নং নকশা

কলিভাঙা পটির হাত-পাখা: চারটি তালপাতার কলিভাঙা পটি দিয়ে সুন্দর হাত-পাখা তৈরি করা যেতে পারে। ৭৯নং নকশা অনুসারে পাতাগুলিকে

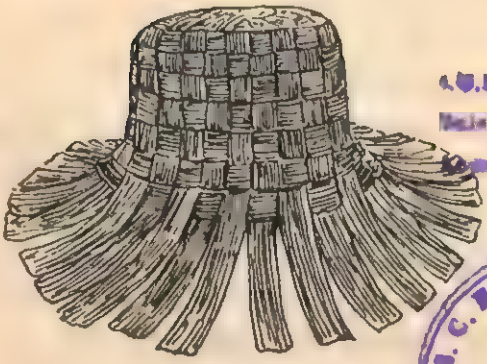

৭৬নং নকশা

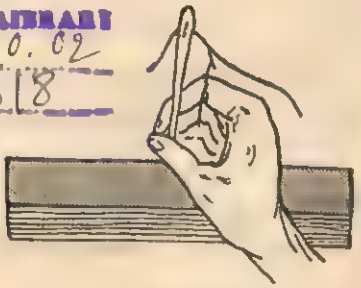

৭৯নং নকশা

S.C.E.R.T., W.B. LIBRARY
Date 23.10.02
Acc. No. 10618
S.C.E.R.T. Library
Calcutta
23/3, B. T. Road

সমানভাবে কেটে একটি থাক ক'রে নেবেন। তারপর, সেই থাকের ঠিক মাঝখানে একটি গুণ সূচ দিয়ে ফুটো ক'রে দেবেন। তারপর, ঐ ফুটোতে একটি সুতো দিয়ে বেশ ভালো ক'রে বেঁধে দিতে হবে। এবার, পাতাগুলিকে ৮০নং নকশার মতো ছাতার

৮০নং নকশা

আকারে ছড়িয়ে দিন। চারদিক সমান ক'রে ছেঁটে দেওয়াও দরকার। তারপর, মাঝখান থেকে ২-৩ ইঞ্চি ছেড়ে দু'পাশে দু'টি পটি লাগিয়ে ৮১নং নকশার মতো শেষ অবধি সেলাই ক'রে পটি দিয়ে

৮১নং নকশা

তা ঢেকে দেবেন। তারপর, ৮২নং নকশার মতো একটা বাঁশের বা বেতের বাঁটকে মাঝখানে চিরে

৮২নং নকশা

পাখাটি তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে শক্ত ক'রে বেঁধে দিন। যে জায়গাটা হাতলের কাজ করবে সে জায়গাটায় চিরবেন না যেন, তা গোটা অবস্থাতেই থাকবে (৮৩নং নকশা)।

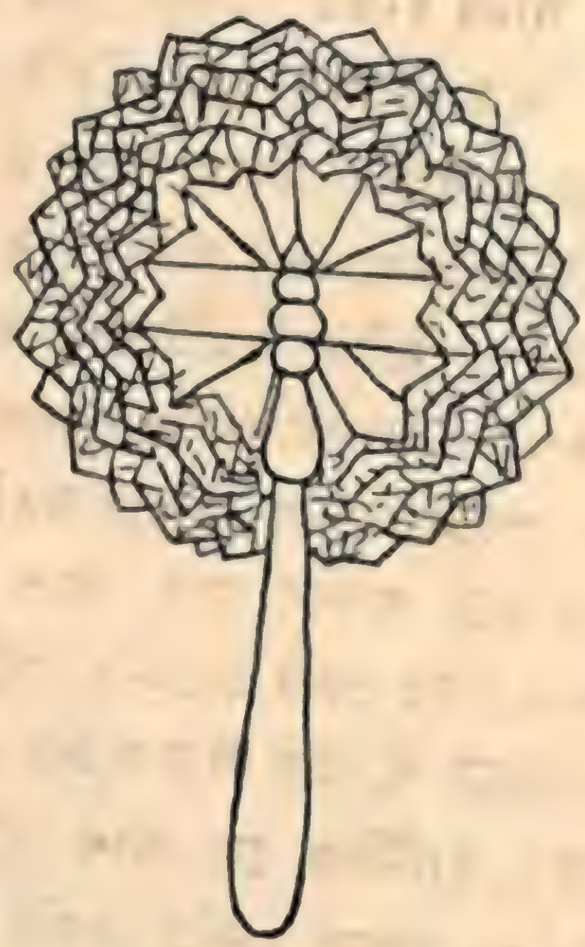

৮৩নং নকশা

তালপাতার পুর বোনাঃ পুর দিয়ে বোনার নিয়মে তালপাতার কোনো জিনিস তৈরি করতে পারলে তা শক্ত ও মজবুত হয়। ৫-৬টা পুর একসঙ্গে নিয়ে তার ওপর সরু ও সরলভাবে চেরা একটি তালপাতা ২-৩ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বায় জড়িয়ে নেবেন। যদি কোন গোলাকার ডালা বা ঝাঁপি তৈরি করতে হয়, তা হ'লে এই জড়ান অংশটিকে গোলভাবে মুড়বেন। পরে, পুর ও জড়ান অংশটিকে এক ক'রে ধ'রে তার ওপরে তালপাতাটিকে একবার জড়িয়ে নেবেন। পরে খালি পুরের ওপর পাতাটিকে আর একবার জড়াবেন। আবার পুর ও পাতা-জড়ান অংশ দু'টিকে একসঙ্গে ধ'রে তাদের ওপর পাতাটিকে আর একবার জড়িয়ে নেবেন। এইভাবে একবার খালি পুর ও অন্যবার পুর ও পাতা-জড়ান অংশ দু'টি মিলিয়ে পাতাটিকে জড়িয়ে জড়িয়ে বুনে যাবেন। কতকাংশ এইভাবে বোনা হয়ে গেলে পাতা জড়ান অংশে অন্য পাতা ঢোকাতে হয়তো মুশকিল হবে। এজন্য একটি সরু বাঁশের বাতার অগ্রভাগ ছুঁচালো ক'রে, তা দিয়ে বোনার

অংশে ফুটো ক'রে নিলে বুনতে সহজ হবে। এইভাবে বুনে যে-কোন আকারের ডালা, ঝাঁপি ইত্যাদি তৈরি করা যেতে পারে। পাতাগুলি ইচ্ছামত রঙিয়েও নিতে পারেন (৮৪-৮৮নং নকশা)।

৮৪নং নকশা

৮৫নং নকশা

৮৬নং নকশা

৮৭নং নকশা

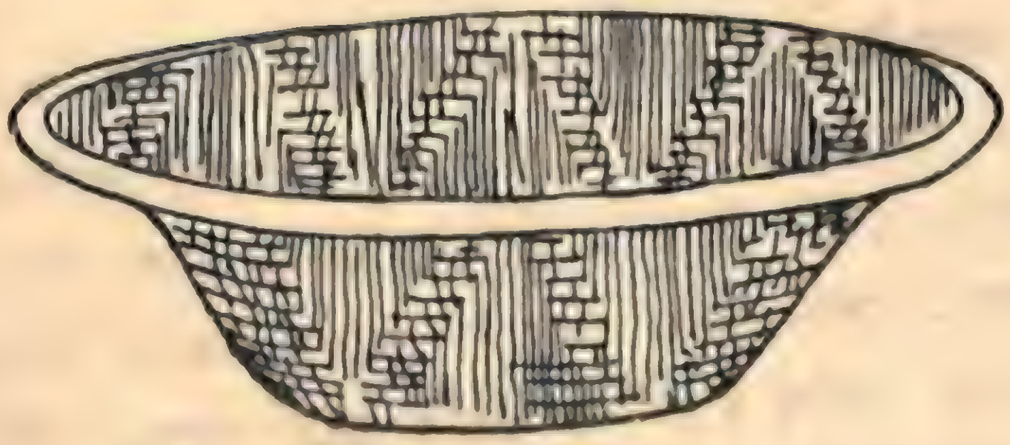

৮৮নং নকশা

তালের ফেঁপড়োঃ পরিপুষ্ট তাল-বেগড়োর মূল অংশটি, যেটি গাছের সঙ্গে লেগে থাকে এবং যেটি দেখতে অনেকটা কাঁচির মতো (৮৯নং নকশা),

৮৯নং নকশা

তাকে ছেঁচলে তার মধ্য থেকে এক রকমের আঁশ বা সুতো বের হয় (৯১নং নকশা)। সেই আঁশ বা

৯০নং নকশা

সুতোকেই বলা হয় তালের ফেঁপড়ো। এই ফেঁপড়ো দিয়ে নানা রকমের জিনিস তৈরি করা যায়, যেমনঃ—

বুরুশঃ ঘর পরিষ্কারের জন্য তালের ফেঁপড়োর বুরুশ কাজে লাগে। এই বুরুশ তৈরি করতে প্রথমে প্রয়োজন একটি এক ইঞ্চি মোটা, এক ফুট অথবা ১½ ফুট লম্বা ও তিন ইঞ্চি চওড়া কাঠ। এই কাঠের পাটাটিকে চারদিক থেকে সমানভাবে কেটে গোল ক'রে নেবেন। এর একদিকে কিছুটা

ছেড়ে সামান্য একটু খাল ক'রে নিতে হবে। চার-দিকেই এ কাটা-অংশ সমান থাকবে। তারপর ওর মধ্যে সমান ব্যবধানে কতগুলি ছিদ্র ক'রে নেবেন (৯১-৯৮নং নকশা)।

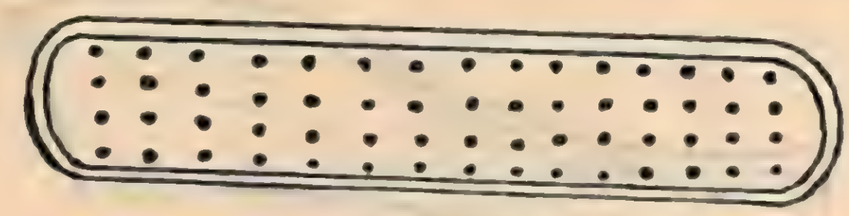

৯১নং নকশা

৯২নং নকশা

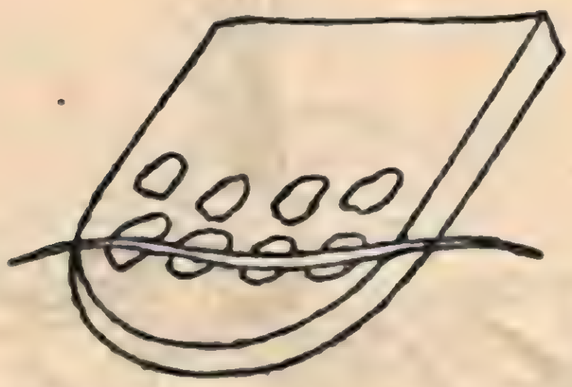

৯৩নং কেশা

৯৪নং নকশা

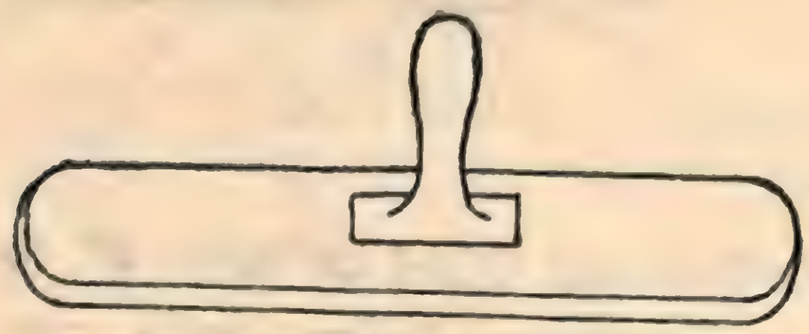

৯৫নং নকশা

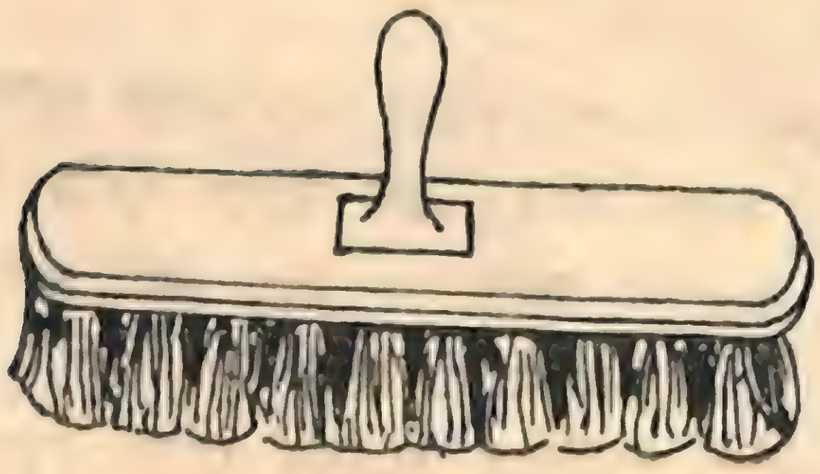

৯৬নং নকশা

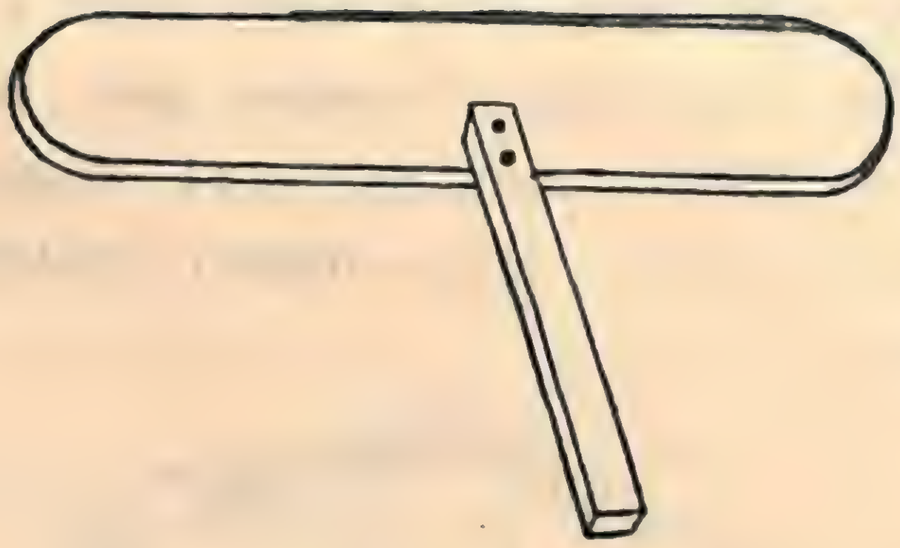

৯৭নং নকশা

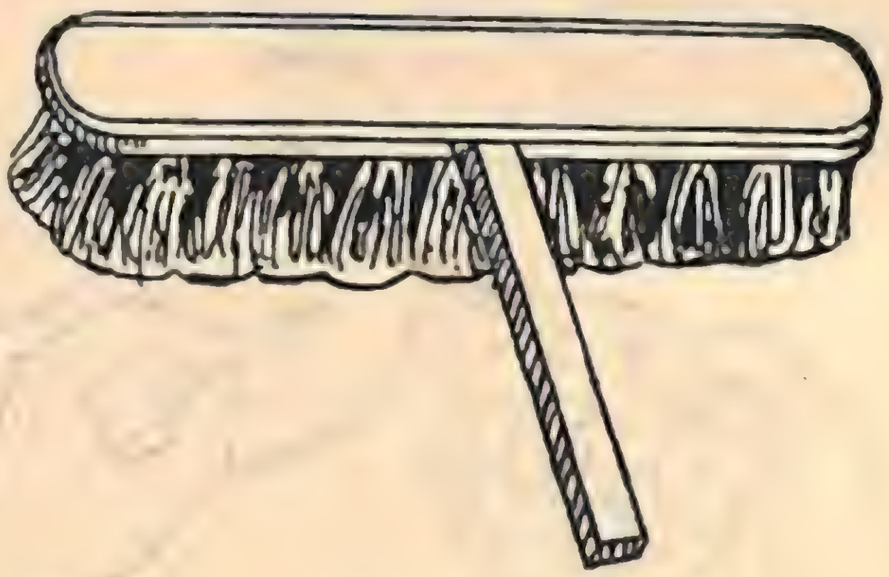

৯৮নং নকশা

তারপর, তাল ফেঁপড়োর আঁশের ৮-১০টা এক-সঙ্গে সমান ক'রে নিয়ে তার মাঝখানে মুড়ে দিতে হবে। সেই মোড়া অংশটিকে কাঠের ছিদ্রগুলির মধ্যে একটি একটি ক'রে এমনভাবে ঢুকিয়ে দেবেন যাতে মোড়া মাথাগুলি কাঠের অন্যদিকে অল্প বেরিয়ে থাকে। তারপর, একটি পিতল বা লোহার তার দিয়ে সেই মোড়া অংশের ভিতর দিয়ে পর পর সেলাইয়ের মত ক'রে গেঁথে দিলে সেগুলি স্থানচ্যুত হবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। এইভাবে গাঁথা হয়ে গেলে আর একটি সমান মাপের কাঠ ওতে লাগিয়ে দিয়ে রাঁদা দিয়ে চারদিক সমান ক'রে দেবেন। এই দ্বিতীয় পাটাটি মাপে ২-৩ ইঞ্চি বড় রাখলে তা হাতলের কাজ করবে।

তাল-ছিলটঃ তালের বেগড়ো থেকে যে ছাল বের হয় তাকে তালের ছিলট বলে। ঘরের ছাউনি বাঁধতে, বেড়া বাঁধতে এইজাতীয় ছিলট বেশ কাজে লাগে। কোন কোন জায়গায় তালের ছিলট দিয়ে টুকরি, ঝাঁপি ইত্যাদিও তৈরি হয়ে থাকে। এই ছিলটকে যদি সমানভাবে লম্বায় সরু ক'রে কাটা

যায়, তা হ'লে এই ছিলট দিয়ে বেতের মতই মোড়া, চেয়ার ইত্যাদিও বানানো যেতে পারে। বেত বোনার নিয়মেই এই ছিলট বোনা হয়।

ব্যবহারের আগে তাল-ছিলটকে ২-৩ ঘণ্টা ভাল ক'রে ভিজিয়ে নিতে হবে। তবে বেশি ভিজালে এর স্বাভাবিক রঙ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তারপর সমতল কোন জায়গায় ফেলে একে সমানভাবে চিরে নিতে হবে। ছুরি দিয়ে ছিলটগুলিকে চেঁছে নেওয়া দরকার (৯৯-১০১নং নকশা)।

৯৯নং নকশা

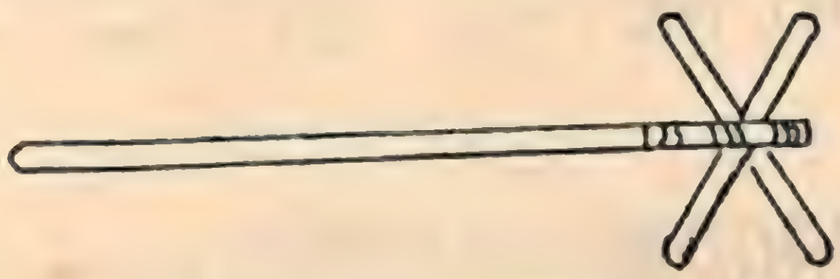

১০০নং নকশা

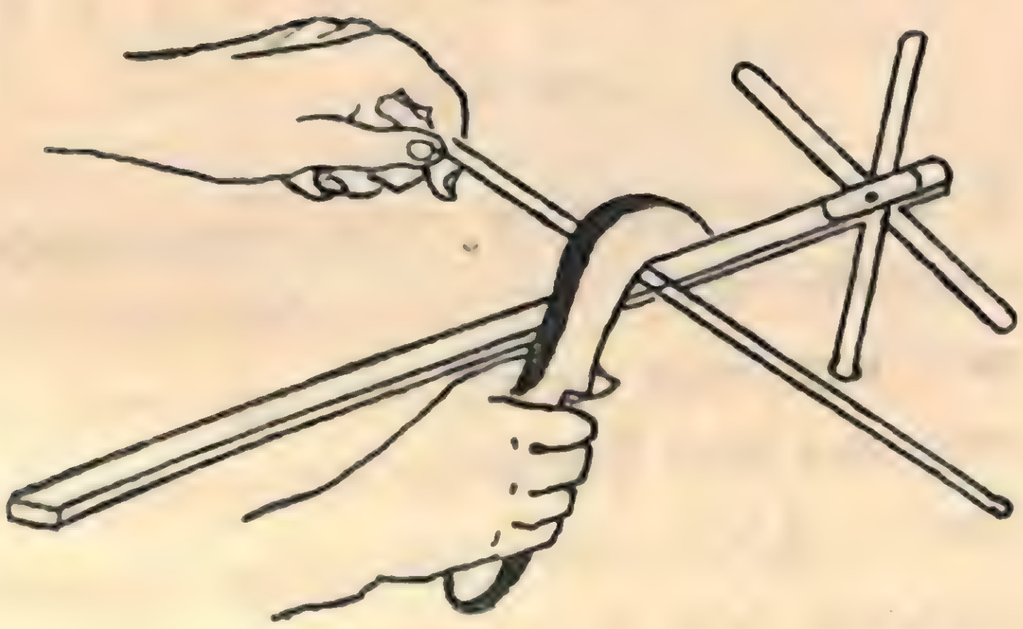

১০১নং নকশা

আগে তালপাতা রঙিয়ে নেবার যে নিয়ম বলা হয়েছে সেই নিয়মেই তাল-ছিলট রঙ করা যায়।

তাল-ছিলটের সুটকেশঃ যে মাপে সুটকেশ তৈরি করবেন প্রথমে সেই মাপের একটি ফ্রেম তৈরি ক'রে নিন। বাঁশের বাখারি দিয়েই এই ফ্রেম তৈরি ক'রে নেওয়া যায় (১০২নং নকশা)। কতগুলি সরু

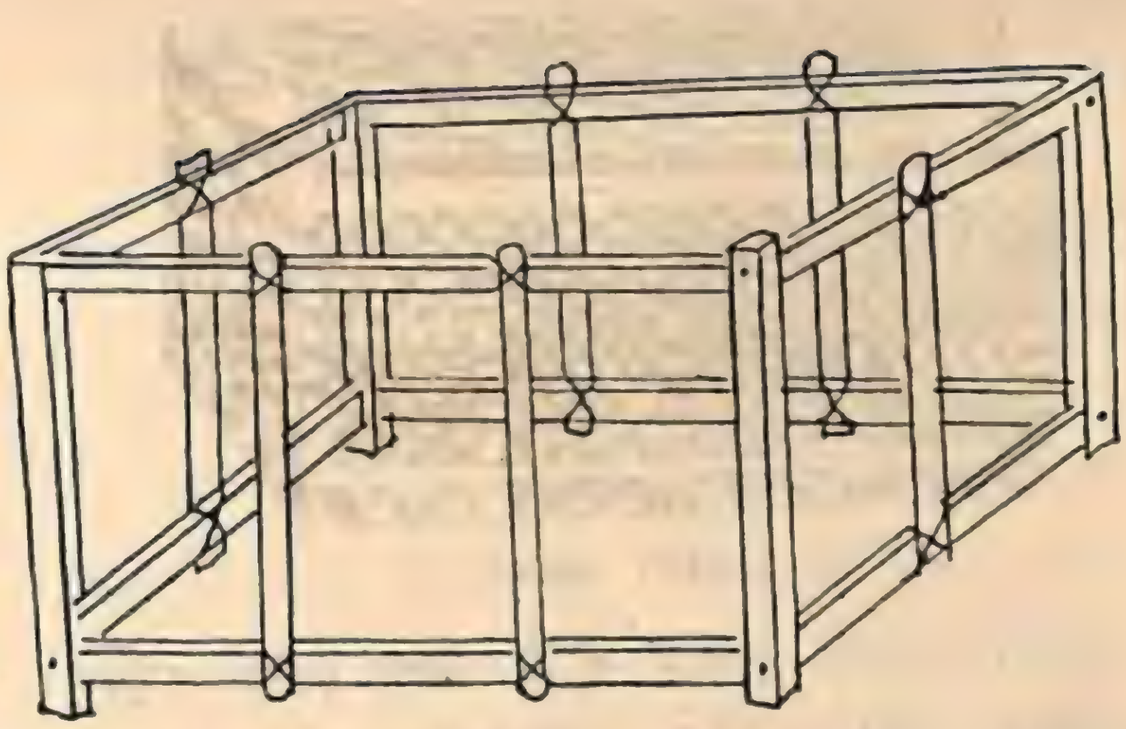

১০২নং নকশা

সরু বাখারি চ্যাপটাভাবে চেঁছে নিয়ে ফ্রেমটির নিচে বাইরের দিকে সাজিয়ে ১০৪নং নকশা অনুসারে বেঁধে নিন। সুতো দিয়ে বাঁধতে হবে। এইভাবে

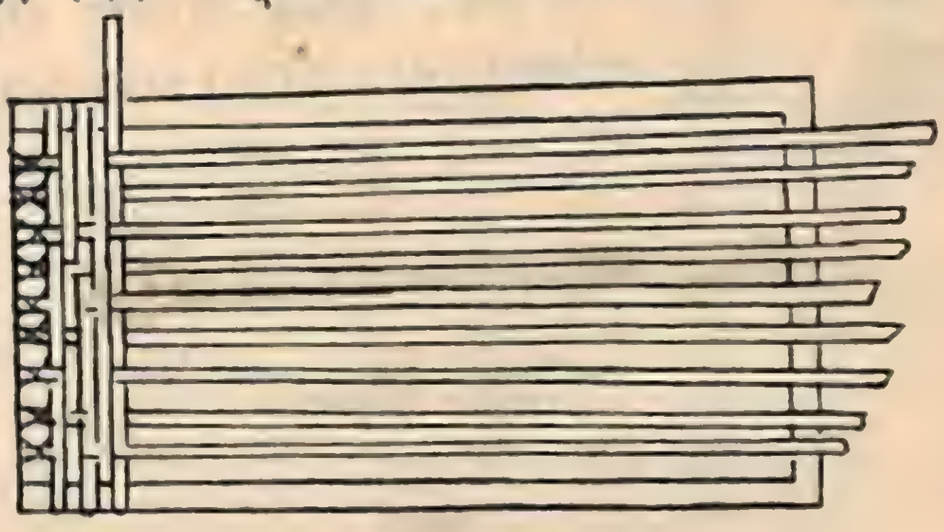

১০৩নং নকশা

চারদিকেই বাখারি সাজিয়ে দেবেন। পরে, একটি একটি বাখারি তুলে ধ'রে তাতে ছিলট পরিয়ে নেবেন। প্রথমবারে যে বাখারিগুলি ওপর দিকে তোলা হবে, দ্বিতীয়বারে সেগুলিকে নিচে রেখে অন্যগুলিকে ওপর দিকে তুলে দ্বিতীয় লাইন বুনতে হবে। বোনবার সময় দেখবেন যেন ছিলটের চিকণ দিকটা ওপরে থাকে (১০৪নং নকশা)।

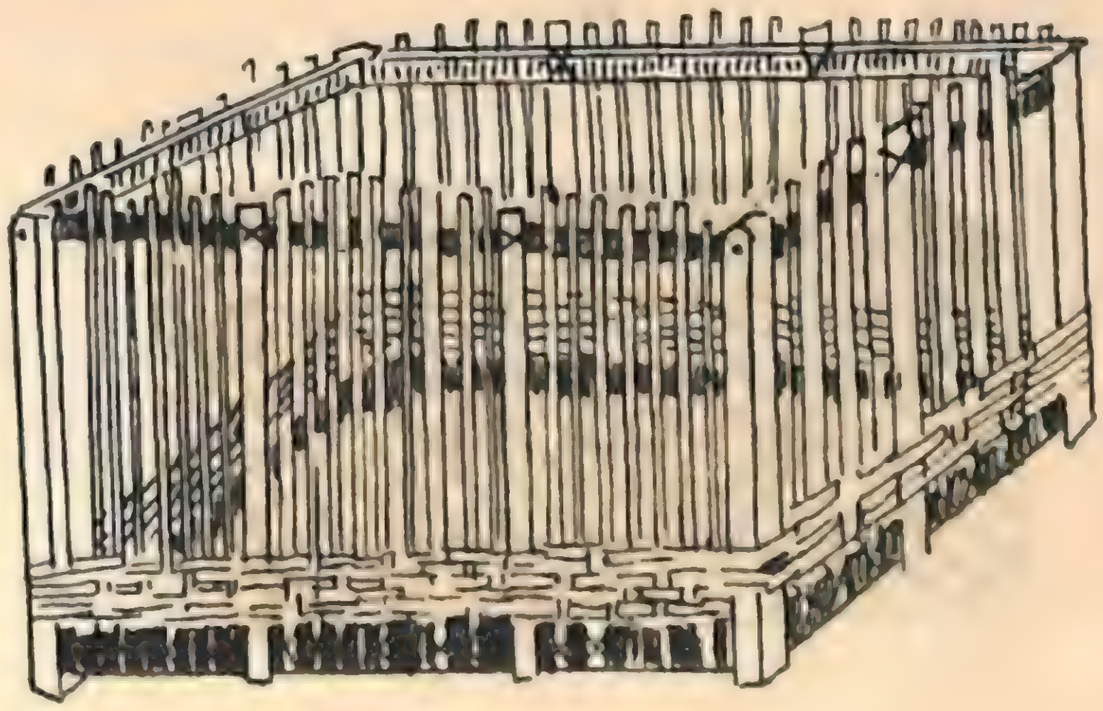

১০৪নং নকশা

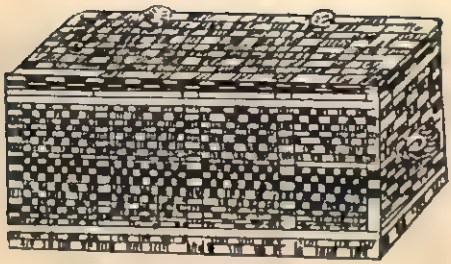

১০৫নং নকশা

তারপর, একই নিয়মে দু'টি ডালা তৈরি ক'রে একটিকে নিচের দিকে পাকাপাকিভাবে লাগিয়ে দেবেন এবং অন্যটিকে ওপরে এমনভাবে বাঁধবেন যাতে সহজে খোলা যায়। ওপরের ডালাটিতে কবজা ও তালা লাগাবার আলতারাসও লাগিয়ে নিতে পারেন। সুটকেশটি যাতে ধরতে পারেন, সেজন্য একটি হাতলও লাগিয়ে নিতে হবে (১০৬-১০৮নং নকশা)।

১০৬নং নকশা

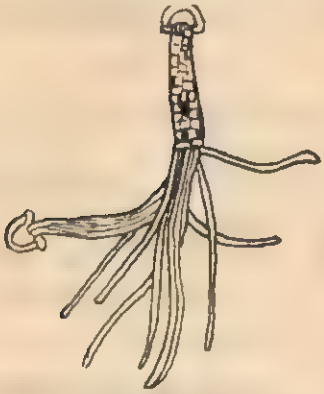

১০৭নং নকশা

১০৮নং নকশা

অফিস ট্রেঃ ১০৯নং নকশা অনুসারে বাঁশের বাতা দিয়ে একটি ফ্রেম তৈরি ক'রে সুটকেশের বাতা

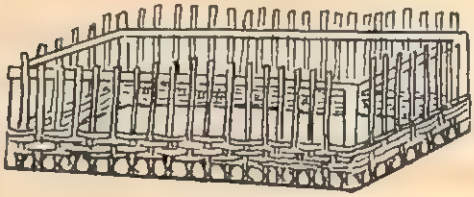

১০৯নং নকশা

সাজাবার নিয়মে, এই ফ্রেমটিতেও কাঠি সাজিয়ে নিন। সাজান হয়ে গেলে বুনতে শুরু করুন। প্রথমে নিচের দিকে ছিলট দিয়ে ১½ ইঞ্চি পরিমাণ বুনে পরে ১½ ইঞ্চি পরিমাণ ছেড়ে দেবেন। তারপর আবার ১½ ইঞ্চি বুনে কিছুটা ছেড়ে দিন। এইভাবে মাপমতো বোনা হয়ে গেলে বোনার মুখ বন্ধ ক'রে দেবেন। কিছু পুরু দু'টি বাঁশের বাতাও

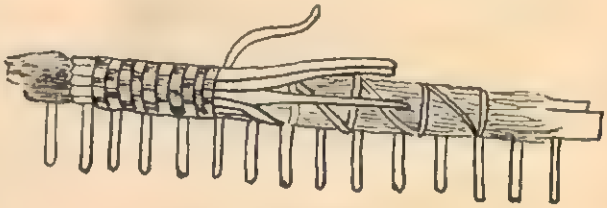

১১০নং নকশা

ঐ মুখের দু'পাশ দিয়ে বেঁধে দেওয়া দরকার। তার ওপর আবার সরু সরু বাঁশের চোঁচ দিয়ে সমান ক'রে বেঁধে নেবেন। বাঁধা হয়ে গেলে যে-কোন রঙের ছিলট দিয়ে জড়িয়ে নিতে হবে (১১০নং নকশা)। ট্রে-টি বোনা হয়ে গেলে, আগেকার সুটকেশের তলার মত, একটি তলা বুনে নিয়ে

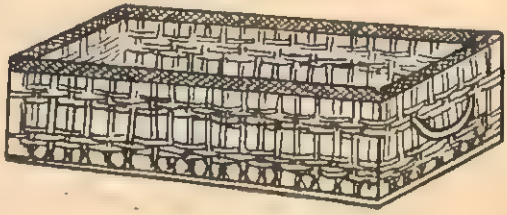

১১১নং নকশা

এর সঙ্গে লাগিয়ে নিতে হবে। দু'পাশে ধরবার জন্য দু'টি কড়া (ছিলটের তৈরি)ও লাগিয়ে নিতে পারেন (১১১নং নকশা)।

কুটোর কাজ

ধান কাটা হয়ে গেলে ধানগাছের যে অবশিষ্ট অংশ থাকে তাকে আমরা বলি কুটো। অনেক জায়গায় একে বলা হয় নাড়া বা পোয়াল। এই-জাতীয় কুটো দিয়ে অনেক রকম হাতের কাজ করা যায়।

কুটোর পাপোশঃ প্রথমে কিছু কুটো ঝেড়ে নিয়ে তা দিয়ে একটি বেণী তৈরি করতে হবে (১১২নং নকশা)। একটি সমতল জায়গায় দু'পাশে দু'টি

১১২নং নকশা

কাঠের পাটা রেখে তার মধ্যে ১১৩নং নকশা অনুযায়ী তৈরি বেণীটিকে মুড়ে মুড়ে বসিয়ে

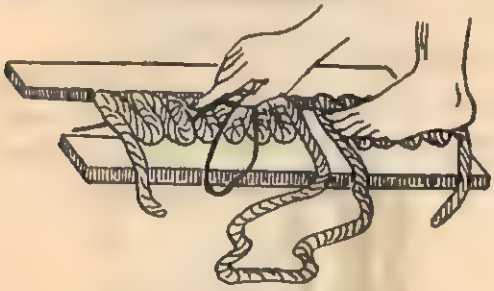

১১৩নং নকশা

তাকে পা দিয়ে চেপে ধরুন। এই চেপে ধরার ফলে ভাঁজগুলি সমান হয়ে যাবে। পরে ঐ ভাঁজ-গুলির মাঝখানে একটা চিহ্ন ক'রে তাতে একটি পাটের দড়ি পরিয়ে নেবেন (১১৩নং নকশা)। পাপোস তৈরি করতে এইরকম কতকগুলি দড়ির প্রয়োজন। বেণীর কতক অংশ খালি রাখতে হবে এবং চারদিকে ও মাঝে মাঝে বসাতে হবে। যতখানি লম্বা ও চওড়া পাপোশের প্রয়োজন সেইভাবে মেপে একটি সমতল জায়গায় চারদিকে চারটি খিল পুঁতে নেবেন। জায়গাটি মেপে নিলেই বুঝতে পারবেন যে কতটা লম্বা বেণী মুড়ে ভাঁজ ক'রে দড়িতে গাঁথতে হবে এবং বেণীর কতটা জায়গা খালি রাখতে হবে। পরে, ঐ খিলগুলিতে বেণীগুলি চড়িয়ে পাপোস বাঁধবেন। চারটি খিলের লম্বা অংশের দু'টি খিলে এক লাইন সরল বেণী পরিয়ে তার পাশে গাঁথা বেণী লম্বায় সাজিয়ে দেবেন। পরে, এই সরল বেণীর সঙ্গে ভাঁজ-করা বেণীটির প্রত্যেকটি ভাঁজে গুণসূঁচ দিয়ে সেলাই ক'রে আটকে দেবেন। পরে ১ বা ২ লাইন সরল বেণী লাগাবেন। তাকেও প্রতি ভাঁজের সঙ্গে সেলাই করতে হবে। পাশের অন্য দু'টি খিল পর্যন্ত এইভাবে গেঁথে যাবেন। এই খিল দু'টি পর্যন্ত গাঁথা হয়ে গেলে ২-১ লাইন সরল বেণী পাপোশের চারদিকে সুন্দর ক'রে জড়িয়ে আগেকার মত গেঁথে নিলেই পাপোশ-বোনা শেষ হবে (১১৪নং নকশা)।

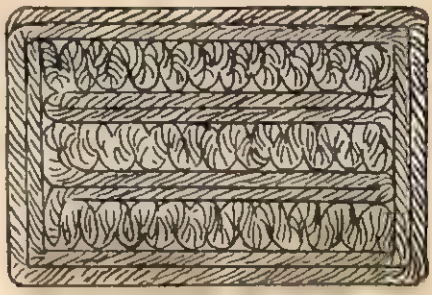

১১৪নং নকশা

কুটোর টুপিঃ প্রথমে কুটো থেকে শীষের অংশটি বের ক'রে নেবেন। টুপি বুনতে এই অংশটি বিশেষ দরকার। সমান আকারের কতগুলি শীষ নিয়ে তাতে ৫, ৬ অথবা ৭ শাখায় একটি পটি বুনবেন (১১৫নং নকশা)। তালপাতার পটি বোনার নিয়মেই এই পটি বুনতে হবে। কুটোর শীষ যদি একটু মোটা হয় তা হ'লে ৫ শাখায়

১১৫নং নকশা

এবং সরু হ'লে ৬ কিম্বা ৭ শাখায় পটি বুনতে হয়। যতবড় টুপি তৈরি করা দরকার সেই মাপে কাগজে বা তালপাতায় একটি ফ্রেম তৈরি ক'রে নিতে হবে। তার ওপর এই পটিটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বসিয়ে গুণসূচ দিয়ে সেলাই ক'রে নেবেন (১১৬নং নকশা)। সেলাই করবার সময় সুতোর

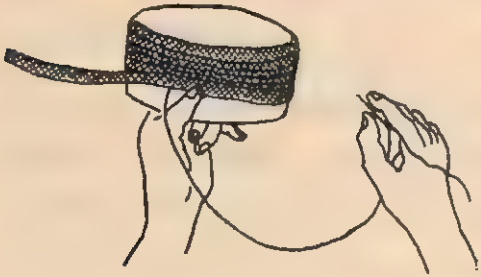

১১৬নং নকশা

দিকে লক্ষ্য রেখে কুটোর ধারে ধারে সেলাই করতে পারলে, সুতোটি আর বাইরে থেকে দেখা যাবে না। টুপির চারপাশ বোনা হয়ে গেলে তাকে ফ্রেমের সঙ্গে সমান ক'রে নেবেন। পরে পটি থেকে এক-একটি টুকরো কেটে নিয়ে টুপির ওপর ১১৭নং নকশার মতো লাগিয়ে তার দু'দিকে সেলাই করবেন।

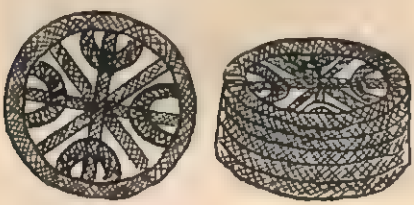

১১৭নং নকশা

ওপরদিকে যতগুলি পটির টুকরো বসাবেন—সেগুলিকে প্রতি ভাঁজের সঙ্গে সুতো দিয়ে টেঁকে নেবেন। তারপর, টুপির ভেতরে একটা কাপড়ের লাইনিং দিয়ে নিলেই হ'ল।

এই নিয়মেই কুটোর হ্যাট তৈরি করা যায়। তবে তাতে টুকরো পটি কোথাও লাগাতে হবে না (১১৮-১২০নং নকশা)।

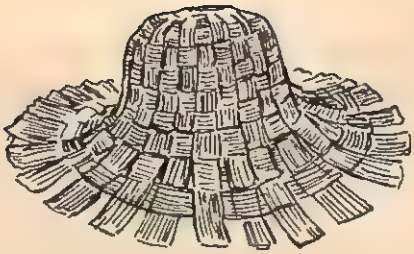

১১৮নং নকশা

১১৯নং নকশা

১২০নং নকশা

কুটোর ব্যাগঃ তালপাতার চাটাই বোনার নিয়মে কুটোর পটি দিয়ে ব্যাগ বোনা যায়। প্রথমে ব্যাগের একটা ফ্রেম (১২১নং নকশা) তৈরি ক'রে নিয়ে—

১২১নং নকশা

তারপর ব্যাগ বোনার নিয়মে কাজ করতে হবে। হাতলে ও ব্যাগের মুখে একটি ক'রে পটি জড়িয়ে নিতে পারলে দেখতে সুন্দর হয়।

১২২নং নকশা

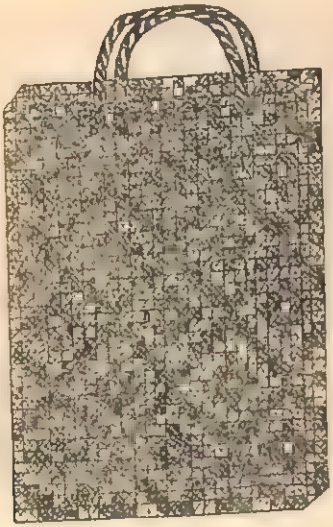

১২৩নং নকশা

কুটোর অন্যান্য জিনিসঃ ধানগাছের কুটো দিয়ে ডালা, ঝাঁপি, চাঙারি, বাক্স ইত্যাদি নানা রকমের জিনিস তৈরি করা যায় (১২৪-১২৭নং নকশা)। তালের ছিলট ও পুর দিয়ে এসব জিনিস বোনবার যেসব প্রণালী আগে বলা হয়েছে, কুটো দিয়েও অনেকটা সেই নিয়মেই বুনতে হয়। আগেকার

১২৪নং নকশা

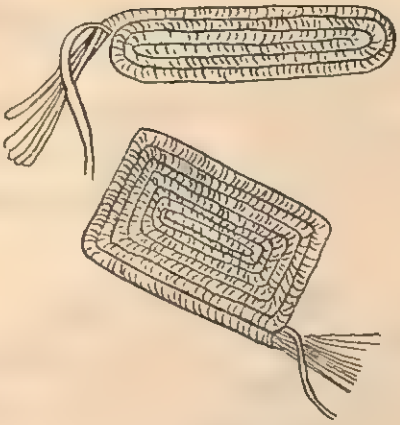

১২৫নং নকশা

১২৬নং নকশা

১২৭নং নকশা

মতো পুর নিয়ে তার ওপর বাছাই করা কুটো জড়িয়ে বুনলে জিনিসগুলি মজবুত হবে। পুরের সঙ্গে কুটো জড়াবার সময় বার বার কুটোগুলিকে ভিজিয়ে নিতে হবে। জলে নরম না হ'লে কুটো ভেঙে যেতে পারে। কোন জায়গায় যাতে ভাঁজ না পড়ে বা কোন জায়গা যাতে মুড়ে না যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। মাঝে মাঝে পুরকেও অল্প জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে নিতে পারেন।

তালপাতার পুর বোনা আর কুটোর পুর বোনার মধ্যে তফাতটা এই যে, তালপাতাকে পুরের ওপর কেবল একবার জড়াতে হয়, কিন্তু কুটোতে জড়াতে হয় দু'বার।

সাবাই ঘাসের কাজ

সাবাই ঘাস সাধারণত কাগজ তৈরির কাজে লাগে। কিন্তু, সাবাই ঘাসের কুটো ও দড়ি দিয়েও অনেক রকম জিনিস তৈরি করা যায়।

সাবাই পাপোশঃ সাবাই ঘাসের কুটো দিয়ে প্রথমে লম্বা একটা বেণী তৈরি ক'রে নিন। বেণীটি সব জায়গায় সমান হওয়া দরকার। এর আগে ধান-গাছের কুটো দিয়ে পাপোশ তৈরির যে নিয়ম বলা হয়েছে, সেই নিয়মেই সাবাইয়ের কুটো দিয়ে পাপোশ বানাতে পারবেন (১২৮নং নকশা)।

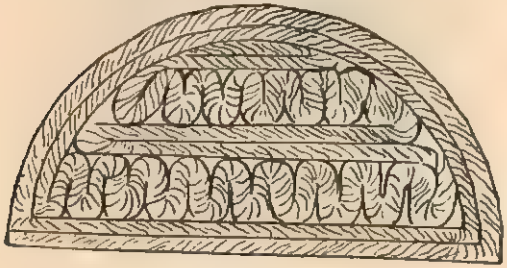

১২৮নং নকশা

সাবাই দড়িঃ সাবাই ঘাস দিয়ে যে দড়ি তৈরি হয় তাতে কতগুলি খুঁট থাকে তা পরিষ্কার ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমে দু'পাশে দুটি খুঁটি পুঁতে তা দড়িটা টান ক'রে বেঁধে দিন। রোদে ভালো ক'রে শুকিয়ে গেলে একমুঠো ঘাস বা নারকোলের ছোবড়া দিয়ে দড়িটা মেজে নিলে খুঁট আর থাকে না; আর,, এতে ক'রে দড়িটি খুব পরিষ্কার ও চিকণ হয় (১২৯নং নকশা)।

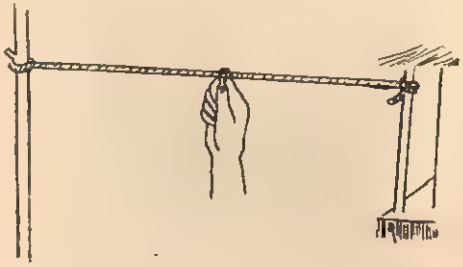

১২৯নং নকশা

সাবাই দড়ির বাক্সঃ কেরোসিনের কাঠ বা অন্য কোনরকমের বাজে কাঠের সাহায্যে প্রথমে আপনার পছন্দ ও মাপমত একটি বাক্স তৈরি ক'রে নিন। তার ওপরে আঠা মাখিয়ে সাবাই দড়িগুলি পাশা-পাশি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগিয়ে দিন। দড়িগুলিকে এমনভাবে লাগাবেন যাতে কাঠের কোন অংশ না

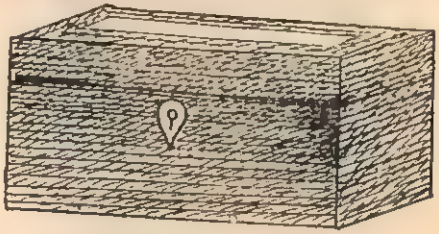

১৩০নং নকশা

দেখা যায়। ডালার ওপরে যদি কোনরকম নকশা করতে হয় তা হ'লে আগে তা এঁকে নিয়ে পরে দড়িগুলিকে সেইভাবে আঠার ওপর বসিয়ে দেবেন।

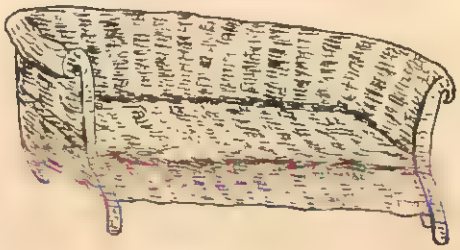

১৩১নং নকশা

তারপর বাক্সটিকে রোদে শুকোতে দিন। শুকিয়ে গেলে শিরীষ কাগজ ঘ'সে দড়িগুলি মোলায়েম ক'রে নেবেন। পরে তিসির তেলের সঙ্গে চকোলেট বা অন্য যে-কোন রঙ লাগিয়ে দিলে বাক্সে জল পড়লেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না। এই নিয়মেই চেয়ারও তৈরি করা যায়।

সাবাই দড়ির খাটিয়াঃ খাটিয়া তৈরি করার আগে ৪টি পায়া আর ৪টি ধার্‌না দিয়ে খাটিয়ার একটি ফ্রেম তৈরি ক'রে নিন। ১৩২নং নকশা দেখুন।

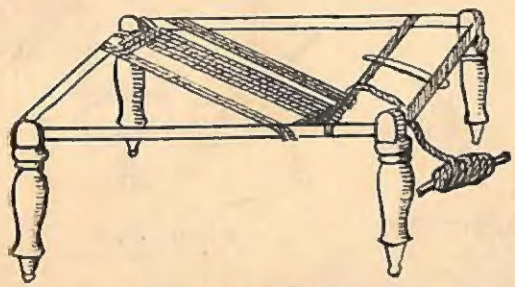

১৩২নং নকশা

ধার্‌নাগুলিকে ১, ২, ৩ ও ৪ এইভাবে চিহ্নিত ক'রে নেবেন। ৪নং ধার্‌নার অর্থাৎ একেবারে ডানদিকের ধার্‌নার ৮-১০ ইঞ্চি ভিতরের দিকে ১, ২ চিহ্নিত ধার্‌নায় (অর্থাৎ, ওপরকার ও নিচেকার) ধার্‌নায় একটি দড়ি ৮-১০ বার জড়িয়ে নেবেন। এই দড়িটির ওপর ও নিচের দু'গোছার মধ্যে একটি কাঠি ঢুকিয়ে সেই কাঠিটিকে ডানদিক থেকে বাঁ-দিকে ঘুরাতে থাকবেন। এর ফলে শক্ত দড়ি তৈরি হবে। শেষে এই কাঠির একটা দিক ৪নং (অর্থাৎ ডান দিককার) ধার্‌নার নিচে আটকে দেবেন। এতে ক'রে দড়িটির পাক আগে মেজে নিয়ে একটি কাঠির সঙ্গে জড়িয়ে বাণ্ডিল বানাবেন। ঐ বাণ্ডিলের দড়ির আগাটি ভিতরকার দড়ির ১নং ধার্‌নার (অর্থাৎ উপর দিককার ধার্‌নার) একপ্রান্তে বেঁধে দেবেন (১৩২নং নকশা)। বাণ্ডিলটিকে ভিতরকার দড়ি ও ৪নং ধার্‌নার (অর্থাৎ ডান দিককার) মাঝখানে রাখবেন —তাতে ক'রে বোনার সময়, ঐ বাণ্ডিল থেকে আপনা-আপনি দড়ি খুলে আসবে।

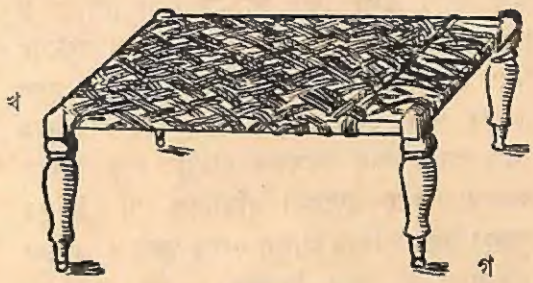

১৩৩নং নকশা

দড়িটিকে দু'ফেরতা ক'রে নিয়ে 'ক'-চিহ্নিত কোণে ও ২নং বা নিচের দিককার ধার্‌নার ওপরে ঘুরিয়ে নিয়ে সেই কোণের পায়ার নিচে ঘুরিয়ে তার সঙ্গে ভিতরের দিকে লাগিয়ে ভিড়িয়ে দিলে দড়িটি ৩ (বাঁ-দিকের) ও ২নং ধার্‌নার (বা নিচের দিককার) ওপর ভিড়ে থাকবে। এইভাবে ৩ বার ঘুরালে 'ক' ও 'গ' চিহ্নিত কোণ দু'টির মধ্যে ৬ সুতোর একটি লাইন তৈরি হবে।

এর পর ঐ দড়িটিকে দু'ফেরতা ক'রে তাকে ভিতর দিককার দড়ির সঙ্গে ঘুরিয়ে নিয়ে আগেকার সেই ৬ সুতোর লাইনের ওপর তুলে ১নং ধার্‌নার (বা উপর দিককার) নিচে দিয়ে ঘুরিয়ে নেবেন। এর পর ঐ দড়ির পরত দু'টিকে ঐ জায়গায় আলাদা ক'রে দেবেন এবং তাকে 'খ'-চিহ্নিত কোণের পায়ার নিচে ঘুরিয়ে ওপরে তুলবেন। ৩ ও ২নং ধার্‌না (বাঁ-দিকের ও নিচেকার) দু'টির ওপর ৬ সুতোর লাইনের ১½ ইঞ্চি দূরে তার বাঁ-দিকে অন্য একটি লাইন আরম্ভ করবেন (১৩৩নং নকশা)।

দড়ির বাণ্ডিলটিকে ২নং ধার্‌নার (বা নিচেকার) নিচে দিয়ে নিয়ে গিয়ে ধার্‌নার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে ৬ সুতোর লাইনের ডান দিকে ১½ ইঞ্চি দূরে ২নং ধার্‌না (বা নিচেকার) ও ভিতরকার দড়ির ওপর, একটি লাইন আরম্ভ করুন। ঠিক এইভাবে আরও দু'বার দড়িটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ভিড়িয়ে দিলে মধ্যেকার ৬ সুতোর লাইনের দু'পাশে ৩ সুতোর দু'টি লাইন হবে। 'ক' ও 'গ' চিহ্নিত কোণ দু'টির সামনে ৬ সুতোর লাইনের দুই প্রান্তের ওপর ৩ সুতোর লাইনটি বসিয়ে দিলে সর্বপ্রথম ফাঁস পড়বে।

এর পর দড়িটিকে আবার দু' পরত ক'রে ভিতর-কার দড়ির ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে ডান দিকের ৩ সুতোর লাইনের ওপর, মধ্যের ৬ সুতোর লাইনের নিচে ও বাঁ-দিকের ৩ সুতোর লাইনের ওপর তুলে তাদের ১নং ধারনার (বা উপর দিককার) নিচে নিয়ে সে-জায়গায় আগেকার দড়িটির দুই প্রস্থকে আলাদা ক'রে দেবেন। দড়িটিকে 'খ' চিহ্নিত পায়ার নিচে ঢুকিয়ে আবার ওপরে তুলে ৩ ও ১নং ধারনার (বা উপর দিককার) ওপর বাঁ-দিকের আগেকার ৩ সুতোর লাইনের বাঁ-দিকে অন্য একটি লাইন আরম্ভ করবেন। ঠিক আগেকার নিয়মে দড়িটিকে টেনে এবং দড়ির বাণ্ডিলটিকে ২নং ধারনার (বা নিচেকার) নিচে দিয়ে নিয়ে গিয়ে ধারনার ওপরে ঘুরিয়ে নিয়ে ২নং ধারনা (বা নিচে-কার) ও ভিতরকার দড়ির ওপর ডানদিকের আগেকার ৩ সুতো লাইনের ডানদিকে ১½ ইঞ্চি দূরে বসিয়ে দিলে সেখান থেকেই অন্য একটি নতুন লাইনের আরম্ভ হবে। আবার ঠিক আগেকার নিয়মে দু'বার বুনলে এই দু'দিকের নতুন লাইন দু'টি ৩ সুতোর লাইন হবে। 'গ' ও 'খ' চিহ্নিত কোণগুলিতে আরও এক এক বার এই নতুন ও ৩ সুতোর লাইনের ফাঁস ব'সে যাবে। আগেকার বোনার প্রথম লাইনটি যে লাইনের ওপর প'ড়ে থাকবে এইবারের এই লাইনটি তার নিচে এবং এর আগেকার লাইন যে লাইনের নিচে প'ড়ে থাকবে এবারের লাইনটি তার ওপরে থাকবে।

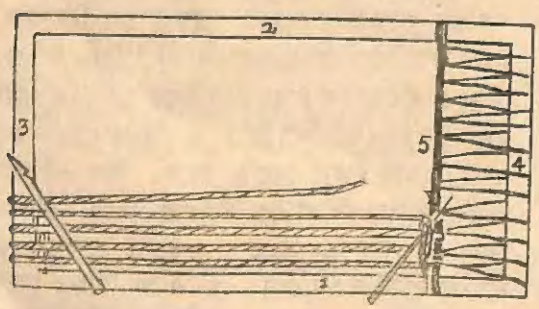

১৩৪নং নকশা

ঠিক আগেকার নিয়মে বুনে 'খ' ও 'ঘ' চিহ্নিত কোণ দু'টির মধ্যে যতখানি জায়গা থাকবে ও তার মধ্যে যতগুলি ৩ সুতোর লাইন হ'তে পারবে ততগুলি ৩ সুতো বসাবেন। এই লাইনগুলি ১½ ইঞ্চি পর পর থাকবে। লাইনের সংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে 'ক' ও 'গ' চিহ্নিত কোণ দু'টির দু'পাশ থেকে ভিতরের দিকে সমানভাবে খাটিয়া বোনা হবে (১৩৪নং নকশা)।

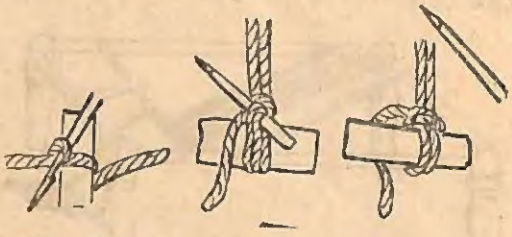

১৩৫নং নকশা ১৩৬নং নকশা

সবশেষে, 'ক' ও 'গ' কোণের মধ্যে ৬ সুতোর লাইন বসাবার নিয়মে দড়িটিকে নিয়ে 'খ' কোণের পায়ার নিচে ঢুকিয়ে বোনা ফাঁসের মধ্যে দু'দিকের বোনাকে লক্ষ্য ক'রে তাকে 'ঘ' কোণ পর্যন্ত এনে ৩ বার সেইভাবে দড়ি বুনে দিলে 'খ' ও 'ঘ' কোণের মধ্যে আরও একটি ৬ সুতোর লাইন হবে। সেই সঙ্গেই খাটিয়া বোনার কাজ শেষ হবে।

৪নং ধারনা (ডানদিকের) ও ভিতরকার দড়িকে একটি দড়ি দিয়ে ১৩৫-১৩৬নং নকশার মতো টেনে বেঁধে দিলে খাটিয়াটির বোনা সমস্ত অংশ সমান হয়ে যাবে। কিছুদিন ব্যবহারের পর খাটিয়ার দড়িগুলি ঝুলে পড়তে পারে। সেই অবস্থায় ৪নং ধারনা (ডানদিকের) ও ভিতরকার দড়িতে যে ফাঁসটি লেগে আছে তাকে খুলে আবার ক'ষে বেঁধে দিলে আগেকার মতো সমান হয়ে যাবে। বোনার দড়ি-গুলিকে আপনি ইচ্ছামতো রং ক'রে নিতে পারেন।

এই ধরনের খাটিয়া টুইল, কলিটুইল, ডায়মন্ড ইত্যাদি যে-কোন পদ্ধতিতে বোনা যেতে পারে।

পবসনু-৫৮/৯-৫২৮এক-১,৫০০